চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • বোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 23 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গণেশ পূজায় অংশ নিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

শ্রী গনেশের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী চাইলেন করোনা থেকে দ্রুত মুক্তি

আগরতলা, ২২ আগস্ট (হি. স.)।। করোনার প্রকোপে গনেশ চতুর্থী আড়ম্বরহীন ভাবেই পালিত হচ্ছে ত্রিপুরায়। উৎসবের মরশুমে আনন্দ ফিকে হলেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধায় আজ সন্ধ্যায় গণপতি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন স্থানে শ্রী শ্রী গণেশ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজো এবছর সপ্তম বর্ষে পা দিয়েছে। সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই পূজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি গণেশ দেবতার চরণে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ও রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গণেশ চতুর্থীতে আমরা সমৃদ্ধির জন্য আরাধনা করি। গণেশ দেবতা সমৃদ্ধির দেবতা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলডুঙসেই কার অংশ ? সীমানা নির্ধারণে দৌড়ঝাঁপ মিজোরাম-ত্রিপুরার

আগরতলা, ২২ আগস্ট (হি. স.)।। ফুলডুঙসেই গ্রামকে নিয়ে ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রশাসনে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। বহুদিন ধরে ঝুলন্ত সীমানা সমস্যার সম্ভবত এবার সমাধান হতে চলেছে। ত্রিপুরার মুখ্যসচিব বিষয়টির নিজে তদারকি করছেন। অন্যদিকে, মিজোরাম সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন মামিত জেলা প্রশাসন। অবশ্য, দুই রাজ্যই ফুলডুঙসেই গ্রাম নিজেদের অংশ বলে দাবি করছে। মিজোরামের মামিত জেলার ডেপুটি কমিশনার ড় লালরুজামার কথায়, মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসকের চিঠি পেয়েছি। মিজোরাম সরকারের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি আমি।

জম্পুই হিলসব্লকের অধীন ফুলডুঙসেই গ্রাম মিজোরামের অংশ হিসেবে নথি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার নাগরিক ১৩০ জনকে মিজোরামের ভোটার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তাই ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঠিক সীমানা নির্ধারণের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছিলেন কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক।

এ-বিষয়ে মামিত জেলার ডেপুটি কমিশনার ড় লালরুজামা বলেন, ওই সকল ভোটার ২০০৮ সাল থেকে মিজোরামে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন। কারণ, মিজোরামের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। সে মোতাবেক আগামী ২৭ আগস্ট ভিলেজ কমিটি নির্বাচনেও তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তবে তাঁদেরকে নিয়ে সম্প্রতি বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিষয়টি মিজোরাম সরকারকে জানানো হয়েছে। তাঁদের নির্দেশের অপেক্ষা করা হচ্ছে, বলেন তিনি।

তাঁর কথায়, অনেক সময় কোনও কোনও নাগরিককে একাধিক সুযোগ সুবিধা নিতে দেখা যায়। এ-ক্ষেত্রে ওই সব ভোটারদের একাধিক সুযোগ নেওয়ার বিষয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে, ফুলডুঙসেই গ্রামের সীমানা নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। শুধু জানিয়েছেন, মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে গ্রেফতার আইসিস সন্ত্রাসী উদ্ধার আইইডি পিস্তল ও কার্তুজ

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.)।। মধ্য দিল্লিতে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি)-সহ একজন আইইসি সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। শুক্রবার গভীর রাতে মধ্য দিল্লির রিজ রোড এলাকায় দিল্লি পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই শেষে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই আইসিস সন্ত্রাসীকে। গ্রেফতার করার পর ওই আইসিস সন্ত্রাসীকে লোধী কলোনিতে অবস্থিত স্পেশাল সেল অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বছর ৩০-এর ওই আইসিস সন্ত্রাসীর কাছ থেকে আইইডি, পিস্তল ও চারটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (স্পেশাল সেল) প্রমোদ সিং কুশওয়াহা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে ধৌলা কুয়া এবং কারোল বাগের মাঝে রিজ রোড এলাকায় গুলির লড়াইয়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় সর্বোচ্চ রেকর্ড একদিনে আক্রান্ত ৩৩১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণে আজ সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে। একদিনে ৩৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,৭১৭। এদিকে, আর আরও দুজনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ফলে, মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২। দ্রুতগতিতে করোনা-র বৃদ্ধিতে রাজ্যবাসীকে চিন্তায় ফেলেছে।

সময়ের সাথে করোনা-র প্রকোপে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং, ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। ত্রিপুরায় এই সংক্রমণ আট হাজারের গন্ডি পার করেছে। এখন সবচেয়ে বেশি চিন্তায় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাবাসী। কারণ, ওই জেলায় করোনা হু হু করে বেড়ে চলেছে।

শনিবার রাজ্যে মোট ৩৩৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ৩৩১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। দেখা গিয়েছে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এন্টিজেন্টে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২২৯২ জনের। তাতে ২২৭

মৃত্যু আরও দুইজনের

জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাছাড়া আরটিপিসিআরে পরীক্ষা করা হয়েছে ১০৪১ জনের। তাতে ১০৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। রাজ্যে ৩৩১ জনের মধ্যে উত্তর জেলায় ২০ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬২ জন, ধলাই জেলায় ৪৩, খোয়াইয়ে ১২, পশ্চিম জেলায় ১৪৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ১০ জন, গোমতী জেলায় ২১ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

গতকাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২৮০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৪৬ জন করোনা আক্রান্ত বেড়ে ২,৫৩৭ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৯ জন বেড়ে ১,৪০১ জন, গোমতি জেলায় ২৯ জন বেড়ে ১, ২৯২ জন, ধলাই জেলায় ২৭ জন বেড়ে ৮১৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৪ জন বেড়ে ৮০৪ জন, খোয়াই জেলায় ১৩ জন বেড়ে ৭৩৩ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৪ জন বেড়ে ৫১৮ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ১৮ জন বেড়ে ২৮৪ জন হয়েছে।

এদিকে আক্রান্তের পাশাপাশি করোনা-মুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে ত্রিপুরা ভালো অবস্থায় রয়েছে। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬,০৬১ জন করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিনিকেতনের ধাঁচে পাঠদান চলছে রাজ্যে নেইবারহুড ক্লাস ঘুরে দেখে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর

আগরতলা, ২২ আগস্ট (হি.স.)।। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে পাঠদান চলছে ত্রিপুরায়। নেইবারহুড ক্লাসের সাফল্য নিয়ে এভাবেই সুর বাঁধলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ শনিবার তিনি নেইবারহুড ক্লাস সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন। তাতে তিনি নিশ্চিত, ছাত্রছাত্রীরা ভীষণ খুশি। কেননা দীর্ঘদিন বাড়িতে আবদ্ধ থাকার পর এখন প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারছে তারা। তাঁর কথায়, নেইবারহুড ক্লাস শুরু হওয়ায় ছেলেমেয়েরা ভীষণ খুশি। বাড়িতে থেকে তারা মানসিক অবসাদে ভুগছিল। এখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে পেয়ে অনেক কিছুই শিখতে পারছে। কারণ, তারা অনলাইনে সঠিকভাবে পড়তে পারছিল না।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শান্তিনিকেতনের আদলে পাঠদান দেওয়া হচ্ছে। তাই সরেজমিনে দেখতে এসেছি। আগরতলার হ্যারিটেজ পার্কে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে দেখে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী গতকাল নেইবারহুড ক্লাসে যোগ দিয়েছিল। ২৮ হাজার গ্রুপে ছাত্রছাত্রীরা নেইবারহুড ক্লাসে যোগ দিয়েছিল। তাতে দারুণ সাড়া মিলেছে।

মন্ত্রী জানান, তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম কমানো হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলা, ইংরেজি এবং এসএসটি বিষয়ে ৫০ শতাংশ এবং বিজ্ঞান, অঙ্ক এবং ইভিএস বিষয়ে ৪০ শতাংশ পাঠ্যক্রম কমানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৩০ শতাংশ পাঠ্যক্রম কমাবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ছোট পরিসরে রাজ্যে পালিত হবে দুর্গোৎসব

আগরতলা, ২২ আগস্ট (হি. স.)।। বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব হচ্ছে ত্রিপুরায়। করোনার প্রকোপের মাঝেই খুবই ছোট আকারে দুর্গোৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব ফোরাম। তাতে, এক কাঠামোর মা দুর্গার মূর্তি এবং খোলা প্যান্ডেলে পূজা হবে বলে স্থির করেছে ফোরাম। অবশ্যই, মাস্ক পরিধান এবং বার বার স্যানিটাইজ করা সহ কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।

শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরামের সদস্য প্রণব সরকার বলেন, আসন্ন দুর্গোৎসব নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। তাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, করোনা পরিস্থিতিতে দুর্গোৎসব পালিত হবে। তবে, পূজা হবে ছোট আকারে। তিনি বলেন, এক কাঠামোর ছোট দুর্গা মূর্তি এবং খোলা প্যান্ডেলে পূজার আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, করোনা

সিদ্ধান্ত ক্লাব ফোরামের

মোকাবিলায় মাস্ক পরিধান এবং প্যান্ডেল স্যানিটাইজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তেমনি, প্যান্ডেলের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক এবং দর্শনার্থীদের জন্যও মাস্ক বাধ্যতামূলক থাকবে।

এদিন তিনি বলেন, এবছর বস্ত্রদান এবং অন্ন ভোগ বিতরণ করা হবে না। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়, তাই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্যান্ডেল এবং মূর্তি তৈরিতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে, বার বার প্যান্ডেল স্যানিটাইজ করা উদ্যোক্তাদের নিশ্চিত করতে হবে। প্রণববাবু বলেন, এবছর চাঁদা সংগ্রহে ক্লাব কতৃপক্ষকে সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি, করোনা যোদ্ধাদের দুর্গোৎসবের আগেই সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রতিমা বিসর্জন নিয়েও ফোরাম কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে, ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। প্রণব সরকারের কথায়, বিসর্জনে কড়াকড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.)।। নয়া নির্বাচন কমিশনের পদে বহাল হচ্ছেন রাজীব কুমার। অশোক লাভাসার পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থসচিব রাজীব কুমার। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১ আগস্ট নিজের দায়িত্ব ছাড়বেন লাভাসা। ওই এদিনই দায়িত্ব নেবেন প্রাক্তন অর্থসচিব।

নির্ধারিত মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বেই মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েছিলেন অশোক লাভাসা। বর্তমান সময়ে মেয়াদের শেষ দিন নির্ধারিত হয়েছে আগামী ৩১ শে আগস্ট। এই ৩১ শে আগস্টই এসিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ভাইস প্রসিডেন্ট হিসাবে যোগ দেবেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা-প্রকোপে বিধানসভা অধিবেশন খোলা আকাশের নীচে করার উদ্যোগ

আগরতলা, ২২ আগস্ট (হি. স.)।। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন সম্ভবত খোলা আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত হবে। এমনটাই প্রস্তুতি চলছে। কারণ করোনা অতিমারির প্রকোপে বিধানসভা ভবনে অধিবেশন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভেবেই এই চিন্তাধারা চলছে। তাতে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই আজ শনিবার ত্রিপুরার সংসদ বিষয়ক ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ হেরিটেজ পার্কে গ্যালারি পরিদর্শন করেছেন। তাঁর কথায়, বিভিন্ন রাজ্যে নিম গাছের তলায় কিংবা খোলা আকাশের নীচে বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। করোনা-র প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্যই ত্রিপুরাযও এমনই চিন্তাভাবনা চলছে। তাই হ্যারিটেজ পার্কের গ্যালারি ঘুরে দেখেছি, বলেন তিনি।

হেরিটেজ পার্ক পরিদর্শন করলেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

গত ২০ মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল। পাঁচ দিনের ওই অধিবেশন করোনা-র প্রকোপে দু দিনেই সমাপ্ত হয়ে যায়। বাজেট পাশ করেই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিধানসভার আইন অনুযায়ী প্রতি ছয় মাসের মধ্যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে হয়। ফলে সেপ্টেম্বরে বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতেই হবে। কিন্তু করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরা সরকারকে গভীর চিন্তায় ফেলেছে। তাই বিকল্প চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে খোলা আকাশের নীচে অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার বিষয়েই ভাবছে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

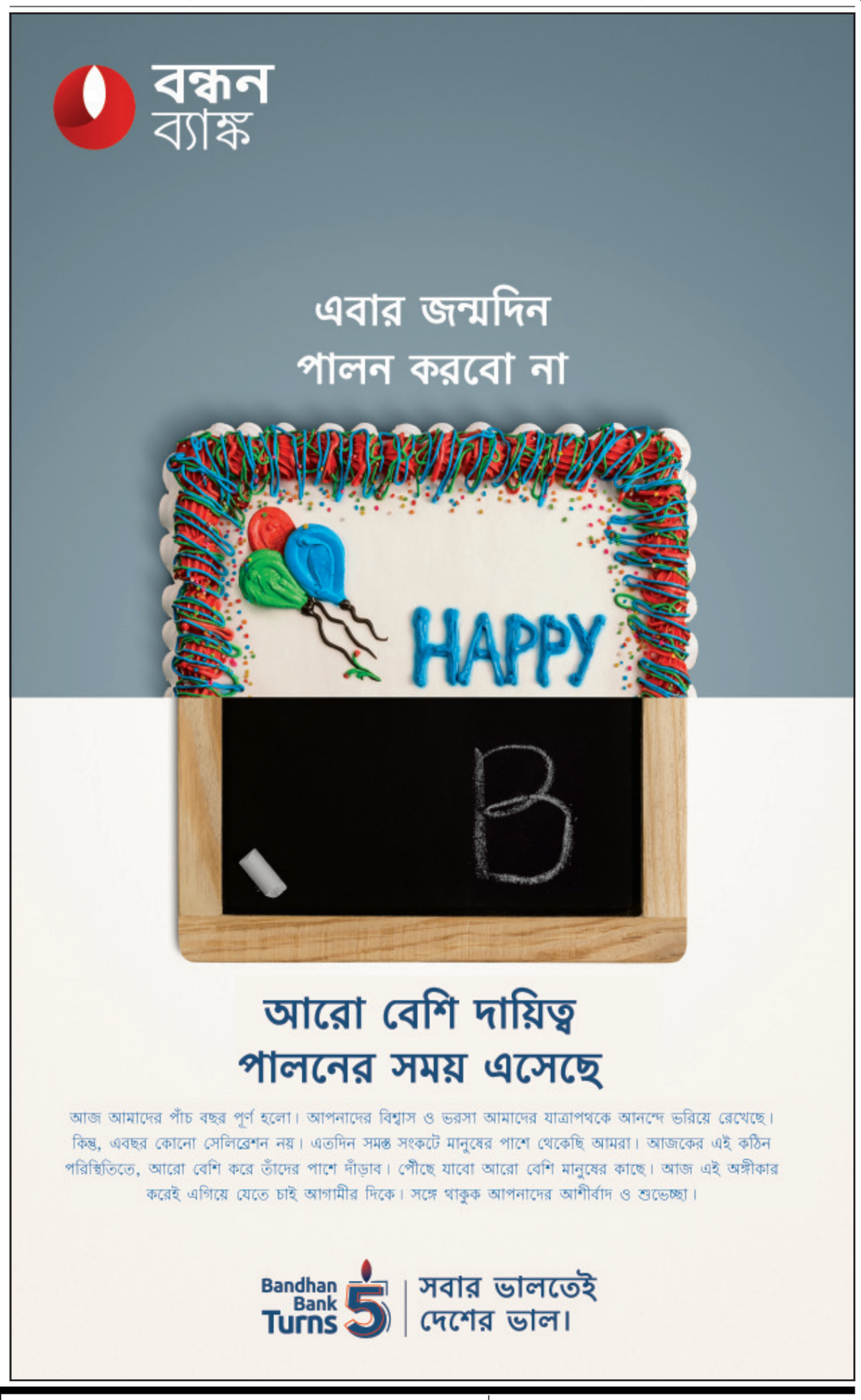

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩০৯ ▫ ২৩ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৬ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বন্দিত মহারাজ

সেই রাজাও নাই রাজত্বও নাই। কিন্তু, রাজাকে ধরিয়া রাজনীতিতে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টারও অন্ত নাই। ত্রিপুরায় রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণের দীর্ঘ প্রায় সাত দশকেরও বেশি সময়কালে রাজাকে নিয়া মাতামাতি করিতে খুব বেশী দেখা যায় নাই। তবে, কংগ্রেস এরাজ্যে রাজনীতিতে রাজাদের সাহায্য নিয়াছে। মহারাজ বীর বিক্রমের পুত্র কীরিট বিক্রম মানিক্য বাহাদূর ও রাজমাতা বিভূ কুমারী দেবী কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশ নিয়া গণতন্ত্রের ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনে একবারের জন্যও ত্রিপুরার মহারাজার স্তুতি গান করিতে দেখা যায় নাই। বরং বিভিন্ন সময়ে রাজার রাজত্বকালকে ত্রিপুরার অউন্নয়নের সময় বলিয়া অভিহিত করিয়া রাজনীতির ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা হইত। ইহাই ইতিহাস সত্য যে, সিপিএমের জাঁদরেল নেতা দশরথ দেব রাজার শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। রাজার রোষাণল হইতে বাঁচিতে দশরথ দেব আত্মগোপনে গিয়াছিলেন। রাজার রাজত্বে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের ঘটনাও আছে। অমরপুরে বিদ্রোহী রতন মণি রিয়াংকে রাজবাহিনী বুটের তলায় পিষিয়া মারিয়াছে। সিপিআইএম এখনও রতন মণিকে স্মরণ করে এবং রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। কংগ্রেস যেমন রাজাকে নিজেদের দলে টানিয়া রাজনীতির ফায়দা নিয়াছে। বর্তমানে বিজেপি সেই পথের অনুসারী হইয়াছে। বিজেপি রাজাকে নিয়া আরও বেশী মাতামাতি করিতেছে। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদূর ত্রিপুরার শেষ নৃপতি হিসাবে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন হইয়াই আগরতলা বিমানবন্দর তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছে এবং বিমানবন্দরে মহারাজার একটি মর্মর মূর্তিও প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া উদ্বোধন করিয়েছে। বাম আমলে যে রাজা উপেক্ষিত রাম আমলে সেই রাজা অনেক বেশী স্মরণীয়। এই করোনা আবহেও ঘটা করিয়া বীর বিক্রমের আরেকটি মর্মর মূর্তি বেনুবন বিহারে স্থাপিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া মহারাজার স্তুতি করিয়াছেন। মহারাজাকে তিনি ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহারাজার খ্যাতিকে পুঁজি করিয়া কংগ্রেস যেইভাবে রাজনীতি করিয়াছে বিজেপি সেই পথের অনুসারী হইয়াছে ঠিকই কিন্তু, মহারাজার রাজত্বকালকে যেভাবে তুলিয়া ধরিতেছে তাহা নিয়া বিদগ্ধ মহলে প্রশ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু, এরাজ্যে সহজ সরল উপজাতি অংশের মানুষের কাছে বিজেপির রাজবন্দনা অনেক বেশী রাজনীতির ফসল ঘরে তুলিবে। উপজাতিদের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজেপি কতবেশী সক্রিয় এই ঘটনা তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। মহারাজার উত্তরপুরুষ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণও মহারাজার খ্যাতি পুঁজি করিয়া উপজাতিদের মধ্যে রাজনীতির সাফল্য কুড়াইতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেছেন। কিন্তু, তাঁহার এই উপজাতি রাজনীতি অনেকটাই দিশাহীন এবং অদূরদর্শীতার অভাবের কারণে খুব বেশী সাফল্যের ফসল ঘরে তুলিতে পারিতেছে না। বিজেপি যাহা পারিতেছে প্রদ্যুৎ কিশোর তাহার ধারেকাছেও যাইতে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় পাহাড়ে ভোট প্রচারে সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদ কার্য্যত বেকায়দায় পড়িবারই কথা। কারণ সিপিএম রাজবন্দনায় বিশ্বাসী নয়। কোনও দিনও তাহাদেরকে রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে দেখা যায় নাই। এই অবস্থায় বিজেপির রাজস্তুতি এবং সিপিএমের মহারাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ভূমিকা রাজনীতির লাভালাভের ক্ষেত্রে কে কতখানি আগাইতে পারিবে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

১৯৪৯ সালে রাজমাতা রিজেন্ট মহারাণী ভারতভূক্তিতে স্বাক্ষর করেন। রাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরা ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। উন্নয়ন ছিল শহরকেন্দ্রীক। উপজাতি অংশের মানুষ রাজাকে কর প্রদান করিতেন না। বাঙালী অংশের প্রজারা মহারাজাকে কর দিয়া রাজত্ব টিকাইয়া রাখিতেন। ত্রিপুরা ছিল করদমিত্র রাজ্য। ব্রিটিশকে কর মিটাইয়া নিজের রাজত্ব টিকাইয়া রাখিতেন মহারাজ। ব্রিটিশ ত্রিপুরায় একজন এজেন্টও নিযুক্ত করিয়া রাখিত রাজার রাজত্ব দেখভাল করিবার জন্য। অধুনা বাংলাদেশের চাকলা রোশনাবাদ সহ ত্রিপুরার রাজার রাজত্ব ছিল। কালক্রমে এই চাকলা রোশনাবাদ ত্রিপুরার হাতছাড়া হয়। মহারাজার অসামান্য বাঙালী প্রীতি ইতিহাস স্বীকৃত। রাজমালা বাংলায় রচিত হইয়াছে। রাজার রাজত্বে যত সংখ্যক কর্মচারী ছিলেন বেশীরভাগই বাঙালী অংশের। পূর্ব পাকিস্তান হইতে বাঙালীদের আগমনকে তিনি স্বাগত জানাইতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, রাজকার্য্য প্রশাসনিক কার্য্য এমনকি কৃষি শিল্প বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীদের অংশগ্রহণ ছাড়া অসম্ভব। রাজার আনুকূল্যেই ত্রিপুরায় উপজাতিদের সাথে বাঙালীদের একটা মিলন মিশ্রণ ঘটিয়াছে। মহারাজার এই দূরদর্শিতা ত্রিপুরাকে উন্নয়নের পথে যাইতে ত্বরান্বিত করিয়াছে। উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে মহারাজাকে নগ্নভাবে ব্যবহার না করাই ভাল। ত্রিপুরার এই রাজন্য ইতিহাস বিশ্বের সাহিত্যের আঙিনায় স্থান পাইয়াছে। কবিগুরি রবীন্দ্রনাথের রচনায় ত্রিপুরার রাজ শাসনের অনুভবে যে নাটক রচিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরার গৌরব বাড়াইয়াছে। ত্রিপুরার রাজন্য ইতিহাস মহাভারতের যুগ হইতে বিচার করিলে অনেক বেশী তথ্যের আলোক মিলিতে পারে। আমরা সেই সত্যের সন্ধানেই মহারাজ বন্দনা করিতে চাই। কোন কাল্পনিক ভাবনা যেন আমাদের তাড়িত না করে।

আজকের সামাজিক দূরত্ব কি ভবিষ্যতে মানসিক দূরত্বও বাড়িয়ে দেবে?

বরুণ দাস

‘আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর
প্রার্থনা/ তরিতে পারি শকতি যেন রয়....।’

করোনা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যমে সোশ্যাল ডিসট্যান্ট বা ‘সামাজিক দূরত্ব’ -এর কথা বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকের শক্তিশালী গণমাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ নিয়ে প্রায় প্রতিনিয়ত সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে। কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের মাথায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরাও নিয়ম করেই সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে চলার কথা বলছেন। পরিচিতজনেরাও দূরভাষে পরামর্শ দিচ্ছেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ওপর। সবার মুখেই কেবল ‘দূরে থাকুন, দূরে থাকুন’।

পাশের বাড়ির পরিচিত মানুষজনও কেউ কারও বাড়িতে আসছেন না। যে যার বাড়ির দরজা কিংবা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাটুকু সেরে নিচ্ছেন তারপরও বন্ধ করে দিচ্ছেন বাড়ির দরজা। ফ্ল্যাটবাড়ি, আবাসন কিংবা পাড়ার শিশু-সন্তানরাও কেউ কারও সঙ্গে মিশছে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন কিংবা সম্বন্ধ যেন শেষ হয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে,আমরা একে অপরের অপরিচিত হয়ে উঠছি। চেনা মুখ অচেনা হয়ে উঠছে। এক সম্পর্কহীন প্রীতি ভালোবাসীহন সৌজন্যবোধহীন সমাজের দিকে এগোচ্ছি।

প্রতিদিন ভোর থেকে যাঁরা সব্জি কিংবা মাছ নিয়ে আমার আপনার পাড়ায় আসেন, তাঁদের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। যাঁরা নিতান্ত বাধ্য হয়ে আসছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের ‘সামাজিক দূরত্ব’ ক্রমশঃ বাড়ছে। দূর থেকেই হয়তো কিনছু কিনছি দাম মেটানোর সময়ও ওই একই দূরত্ব মেনে চলছি। হাতে ধরে পছন্দ করে (পড়ুন ঘাটাঘাটি করে) কিছু কেনা কাটার কথা এখন আমাদের কারও মাথায় আসছে না যা দিচ্ছে তা-ই সই পরিবারের খুঁতখুঁতে ব্যক্তিটিও এখন আর কোনওরকম ঝুঁকি নেন না।

ব্যাঙ্ক কিংবা পোস্ট অফিসের কাচে—ঢাকা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আচেন। কাছে মুখ নিলে কর্মী আধিকারিকরা রীতিমতো খিঁচিয়ে উঠছেন— দূরত্ব মেনে দাঁড়ান। দূর থেকে কথা বলুন। বেশি সামনে আসবেন না। কেউ কেউ হয়তো বা ভদ্রতা বজায় রেখে বলছেন, বেশি সামনে ঝুঁকবেন না প্লিজ। কথাপ্রিয় অনেকে আবার বলছেন, আপনি শত্রু নন, কিন্তু রোগটা ভয়ানক ছোঁয়াচে। বুঝতেই তো পারছেন, সারা বিশ্বে যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে । আগাম সতর্কতা নেওয়া ভালো নয় কি? এমন সংলাপ হয়তো অনেকে শুনছেন। হটাৎ অসুস্থ হলেও এখন এগিয়ে আসার কেউ নেই। পেটে ব্যথা কিংবা বুকে ব্যথা, যাই হোক না কেন। আগ বাড়িয়ে আসার কথা তো অনেক পরের ব্যাপার, ডাকলেও কাউকে কাছে পাবেন না। এমনকি, অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেও আসবে না। যদি আসেও তো নানা প্রশ্নের জবাবদিহিই করতে হবে আপনাকে। তারপর যদি তাঁরা মনে করেন, দয়া করে হয়তো আসবেন। এলে তো আপনার বাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। যদিও ভাড়া গুনতে হবে কয়েক গুণ বেশি। আগের মতো পাড়ার কাউকে রোগীর সঙ্গে পাবেন না। মরে গিয়েও বেঁচে যাওয়ার’ উপায় নেই। করোনা ভাইরাস সে পথেও কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শবদেহ পড়ে আছে। শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ডাকলেও লরি -ম্যাটাডোর পাবেন না। আগের দিন নেই যে কাঁধে করে নিযে যাবেন। অগত্যা স্থানীয় পুরসভার সবেধন নীলমণি শবদেহ বহন করার গাড়িই এখন একমাত্র ভরসা। সেই গাড়ি হয়তো ছুটঠে অন্য কোনও শবদেহ নিয়ে। পর পর বুক হয়ে আছে। আপনার ডাকে যখন তাঁরা যখন সাড়া দেবেন, তখন শবদেহে পচন ধরেছে।

শ্মশানে তো কোনওমতে পচাগলা শবদেহ নিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু পুরোহিত মশাইয়ের একগুচ্ছ প্রশ্নের সামনে আপানাকে দাঁতে হবে। পুরোহিত কি গোয়েন্দা আধিকারিক, তা বুঝতেই আপনার আর এক প্রস্থ সময় চলে যাবে। শ্মশান-কর্মীরা ততক্ষণে বাঁকা চোখে তাকাতে সুরু করেছেন। নানা ওজর-আপত্তির ভিন ঠেলে আপনাকে অতিরিক্ত সাত আট ঘণ্টা কাটাতে হবে। কি দুর্বিষহ পরিস্থিতি একবার ভাবুন তো। যিনি চলে গেলেন তিনি তো আপাত রেহাই পেলেন, কিন্তু আপনাকে ঠেলে দিয়ে গেলেন বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে।

কারও হয়তো নিজের বাড়িতে দু’একঘর বাড়াটে আছে। ভাড়ার টাকায় মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক ঋণের ইএমআই মেটান। ভাড়াটের ঘরে নতুন কেউ এলেই বাড়িওয়ালার চোখ ছানাবড়া। করোনা কাণ্ডের পর নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছেন, বাড়াটের ঘরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কারও আগমন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিপাকে ভাড়াটিয়া। বাইরে থাকা ছেলেমেয়ে কিংবা বৃদ্ধ পিতামাতাও আপনার বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে পারবেন না। বাড়িওয়ালার ফতোয়া অমান্য করলেই বিনা নোটিশে উচ্ছেদ হতে হবে ভাড়াটিয়াকে।

ভাড়াটিয়ার মৌলিক অধিকারের ওফর অনৈতিক খবরদারি কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এনে দিয়েছে নবাগত করোনা ভাইরাস। ‘সামাজিক দূরত্ব’-এর নামে মানুষে মানুষে বিভেদ বিদ্বেষ এনে দিয়েছে করোনা ভাইরাস। প্রশ্ন ওঠা কি খুবই স্বাভাবিক নয় যে, করোনা কাণ্ডে আরোপিত ‘সামাজিত দূরত্ব’ কি আসলে অসামাজিকই করে তুলেছে আপনাকে আমাকে? সামাজিক দায়বদ্ধতা বুলিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর ‘বেঁধে বেঁধে’ থাকার মহার্ঘ্য মন্ত্রভুলে মানুষ তবে আগের মতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পাঠ নেবে করোনার কাছ থেকে।

ধারাবাহিক লকডাউনের ফলে যানবাহন চলছে না। রাজ্য প্রশাসন মৌখিক আশ্বাস গিলেও সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। ফলে বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগান কম। পাড়ার মুদি দোকান থেকে কাঁচামালের বাজার। যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে মানুষ হুমড়ি খেয়ে তুলে নিচ্ছে। পাশের লোকটির প্রয়োজনের কোনও পরোয়াই করছেন না। অন্যে খেতে পরতে পারল কি পারল না, সেদিকে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো আচরণ করছেন পরিচিত মানুষজন। করোনাকাণ্ড মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন এনেছে।

মোর কিংবা রিলায়েন্স ফ্রেশ-এর সামনে বিশাল কিউ। বাইরে অটো, টোটো দাঁড় করিয়ে কিছু বিষয়ী মানুষ চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা একটা বেশি পরিমাণে কিনছেন যে, দীর্ঘক্ষণ কিউতে দাঁড়িয়ে থাকা সিংহবাগ মানুষই খালি হাতে ফিরছেন। কেউ আর কিউতে দাঁড়ানো মানুষটির কথা ভাবছেন না। এমন আগ্রাসী মানসিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারেও দেখা যায়নি বলে অনেক বয়স্ক মানুষরা জানান। অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুধে ইতিমধ্যেই কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করে জিনিসপত্রে দাম বাড়ানোর ফন্দি ফিকির খুঁজছেন

প্রশ্ন উঠেছে সোশ্যাল ডিসট্যান্ট বা ‘সামাজিক দূরত্ব’ কেন? সামাজিক দূরত্ব মানে তো অন্য অর্থ বোঝায়। কোনও অবাঞ্ছিত অবস্থায় একে অপরকে ‘বয়কট’ করা। মানুষ তো আসলে সংঘবদ্ধ জীবন। সমাজ ও সামাজিকতার সঙ্গে তার বেঁচে থাকার সম্বন্ধ অনেকখানি। তা না হলে তো মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপেও বাস করতে পারত। যা কখনও কাম্য নয়। একে অপরের কাছাকাছি মিলেমিশে থাকার জন্যই তো মানুষরা সমাজবদ্ধ হয়েছিল। সে অনির্বার্য প্রয়োজনেই তো একদিন বিচ্ছিন্নতার বদলে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাসও শুরু করেছিল।

সেই সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশকেই কি আমরা ভেঙে তছনছ করে দিতে চাই? ফিরে যেতে চাই আদিম অবস্থায়? অর্থাৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাই? একে অপরের সুখ দুঃখে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই? ‘ ওর মন্দ তো আমার কি’---এমন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মনোভাব নিয়ে চলতে চাই? যদিও বিশ্বায়ন আমাদের সেদিকেই ক্রমশঃ ঠেলে দিচ্ছে। আমরা অনেকেই সচেতনভাবে তা মেনেও নিচ্ছে। এখন আর অন্যের দুঃখ কষ্টে আমাদের মন আগের মতো তেমন একটা বিচলিত হয় না। কাঁদা তো অনেক পরের কথা। করোনা কাণ্ড আমাদের আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দিল বুঝি-বা। আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ওপরও যে অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাত হানলো, সে আঘাতের অভিঘাত থেকে আমরা কি মুক্তি পাবো? আমাদের মানসিক দূরত্ব কি কখনও দূর হবে? একদিন করোনা ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তি পাব নিশ্চিত। কিন্তু সেদিন কি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আগের মতোই গড়ে উঠবে? বোধহয় না। ভয় আমাদের সেখানেই। মানুষ তো আসলে রোবট নয়। তার কিছু মানবিক বোধ বা চেতনা আছে বলেই না সে মানুষ।

করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য যেখানে ‘শারীরিক দূরত্ব’ মেনে চলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল, সেখানে সামাজিক দূরত্বের ফতোয়া চাপিয়ে দিলেন সরকার। আমরাও তা না-বুঝে মেনে নিলাম। শুধু ‘মেনে নিলাম’ বললেন হয়তো বুল হবে, কঠোর ভাবেই তা বাস্তবায়িত করার জন্য আদা জল খেয়ে পথে নেমে পড়লাম। ‘সামাজিক দূরত্ব’-এর আড়ালে নিজেদের মধ্যে বিভেদ বাড়িয়ে তুললাম। ‘সামাজিক দূরত্ব’ খুব শীঘ্রই মানসিক দূরত্বে নেমে এলো। আমরা যেন এটাই চাইছিলাম। বোঝার কোনও চেষ্টাই করলাম না।

অনেকেই ইতিমধ্যে জেনেছেন, দ্রুত ছাড়ানোর ক্ষমতা সম্পন্ন করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্যে একমাত্র উপায় হলো, সংক্রমিত এবং অসংক্রমিত মানুষের মধ্যে নিরাপদ পাঁচিল গড়ে তোলা। কে এই ভয়ঙ্কর ভাইরাস বহন করছেন, তা যেহেতু আপাতভাবে বোঝার তেমন কোনও উপায় নেই, তাই একের সঙ্গে অপরের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখাই বাঞ্ছনীয়। এখানে সামাজিক দূরত্বের কথা আসে কীভাবে? সামাজিক দূরত্ব যে একই সঙ্গে মানসিক দূরত্বও নির্মাণ করে তা আমাদের বিলক্ষণ বোঝা উচিত ছিল।

কথায় বলে, বিপদের সময় মানুষের আসল চেহারাটা চেনা যায়। বিশ্বায়ন ধীরে দীরে যা করে চলেছিল করোনা কাণ্ড আমাদের সেই আসল চেহারাটা একটানে বাইরে এনে দিয়েছে। আমাদের নখ-দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচার জন্যই উন্মুখ হয়ে উঠেছি। আমাদের পাশের মানুষটি বাঁচল কি মরল, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার মুখোশ ছিঁড়ে গেছে। আমাদের একেবারে উলঙ্গ করে দিয়েছে করোনা ভাইরাস। সে হয়তো বলতে চাইছে। ‘দ্যাখ কেমন লাগে’। সামাজিক দূরত্বের নামে আমাদের চারদিকে এখন শুধুই শূন্যতা। যে শূন্যতার মধ্যে মানুষ। কখনও সুস্থ ও সাবলীলভাবে বাঁচতে পারে না। আলবেয়র কামুর ‘দ্য প্লেগ’-এর কথা হয়তো মনে আছে অনেক প্রাজ্ঞা পাঠকের। যেখানে প্লেগের দাপটে ওরান শহর হয়েছিল ‘জনমানুষহীন, সাদা ধুলোর ধূসরিত, হাহাকারে মুখর....’। এখানে অবশ্য মানুষ আছে। কিন্তু তাঁরা যেন এক একটি রোবট। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাহীন। একে অপরের ডাকে সাড়া দেয় না। তাঁরা হাহাকারও ভুলেছে।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

দাম কমছে সবরকম মদের, সেপ্টেম্বর থেকেই খুলতে পারে বার-পাব

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.) : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো ১ সেপ্টেম্বর থেকেই নির্দিষ্ট নিয়মবিধি মেনে রাজ্যে খুলে যেতে পারে বার ও পাব। পাশাপাশি, রেস্তোরাঁতেও মদ বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা তাও উঠে যেতে চলেছে। তবে মানতে হবে কঠোর নিয়মবিধি। একইসঙ্গে ওই একই দিন থেকে রাজ্যে বেশ কিছুটা কমতেও চলেছে মদের দাম। রাজ্য আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই শহরের বড় ক্লাব, বার ও রেস্তোরাঁর মালিকদের নিয়ে একদফা বৈঠক হয়েছে। সেখানে তাঁদের ৩১ অগস্টের মধ্যে মদ তুলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কীভাবে বার খোলা যায় তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই কারণেই অনুমান করা হচ্ছে, পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর হয়তো সেপ্টেম্বর থেকে নিয়মবিধি মেনে খুলে যেতে পারে রেস্তোরাঁ ও বার। জানা গিয়েছে, মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক করে দেওয়া, রাত ৯ টার পর বন্ধ করে দেওয়া, শনি-রবি ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ রাখা এরকম একাধিক শর্ত দিয়েই বার খুলতে পারে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই অসম, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাবে এরকম বেশকিছু কড়া নিয়মে বার খুলতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে অফ শপগুলি খোলাই রয়েছে। তবে সবকিছুই এখনই প্রাথমিকস্তরে রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এই নিয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন করে, সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নেবে বলেই সূত্রের খবর। তবে রেস্তোরাঁর মালিকপক্ষের কথায়, মদ বিক্রি না করলে ব্যবসা চালানোই দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বেশিদিন ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। সরকারি হিসেবে রাজ্যে বর্তমানে এই ধরনের বারের সংখ্যা প্রায় সাতশো। কলকাতায় এই সংখ্যা সাড়ে তিনশোর কিছু বেশি। অন্যদিকে, আবগারি দফতর সূত্রে খবর করোনার কারণে সবরকম মদের উপর যে ৩০ শতাংশ করোনা কর লাগু করা হয়েছিল, সেই নিয়ম ১ সেপ্টেম্বর থেকে উঠে যেতে চলেছে।এর পরিবর্তে পুরনো দামের উপর এক্স ব্রিউয়ারি ও এক্স ডিস্টিলারির কিছু পরিমাণ সারচার্জ লাগু করে নতুন দামে মদ বিক্রি করা হবে। ফলে এখানে আর এমআরপি বলে কোনও দাম থাকবে না। তবে জানা গিয়েছে, এই ক্ষেত্রে পুরনো দামের চেয়ে নতুন দাম ১৩-২০ শতাংশের মতো বেশি হতে পারে।

সকল পুরুষই এক ধরনের ক্রীতদাস

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

‘কাউরেপ’ কী? ‘কাইরেপ’? সকল থেকে তিন-তিনবার প্রশ্ন করেছে কারুবাকি। জবাব মেলেনি। রবীন্দ্রনাথ চুপ করে থেকেছে। মেশিনগুলোর এই হচ্ছে এক গ্যাঁড়াকল। রাষ্ট্র থেকে এমন একটা সেন্সর চিপ লাগানো থাকে, বেয়াড়া কোনও জিনিসেরই সদুত্তর মেলে না। দেয়ালীও প্রশ্ন করেছিল শেক্সপিয়ারকে। মেলেনি জবাব। ওয়েব থেসেরাস তন্নতন্ন করে ঘেঁটেও পাওয়া যায়নি কিছু। কারুবাকি-দেয়ালী-অপালা’র বড় হওয়ার সময় এখন। সকলেরই বয়স ৩০-৫০ এর মধ্যে। এমন পিউবার্টি লগ্নে জীবনের নানা কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। বড়দের আলোচনায়, ফিসফাসে এই শব্দটা তারা শুনেছে। কিন্তু জানে না তার মানে। ‘পুরুষ’ বস্তুটি সম্পকেত জিজ্ঞাসা আছে। ডেফিনিশন হিসেবে জানে— সকল পুরুষই একধরনের ক্রীতদাস, যারা দাসখত দিয়েছে, নারীজাতির সেবায়। সত্যি বলতে কী, আজকের দিনে যে যে পুরুষ জন্ম নিচ্ছে, তারা সকলেই বেঁচে আছে ওম্যানটোপিয়ার দাক্ষিণ্যে। কারু জানে, ‘আরব’ নামের একটা ভূখণ্ড আছে, যেখানে পুরুষ জন্ম নেওয়া মাত্র তাকে ইট ছুড়ে মেরে ফেলা হয়। প্রোটেক্ট মেন সমিশন’ থেকে নানাবিধ অ্যাকশন নেওয়ার পরও, ঠেকানো যায়নি এ ঘটনা। ইতিহাস থেকে যেটুকু জানা যায়—আরব দেশটিতে একটা সময় এমন অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে মহিলারা গিয়েছে, ও হয়তো তারই যুগসঞ্চিত ক্ষোভ, জিন থেকে জিনে এই প্রতিশোধের আগুন এখনও জ্বলছে।

সেসব অবশ্য শতাধিক বছরের পুরনো ঘটনা। তখন কেউ জানতেই না সভ্যতা এসে আজকের এই জায়গায় দাঁড়াবে। কোরিয়ার কোনও এক স্বৈরাচারী নাকি গোপন নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষা করছিল। ভূগর্ভের সেই পরীক্ষা পৃথিবীজুড়ে ডেকে এনেছিল এক মারণ-সুনামি গোটা ইউরোপ তলিয়ে গিয়েছিল জলের তলায়। আরও যা ঘটেছিল তার তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে শিউরে উঠতে হয়, কিন্তু পুরুষ জন্তুদের দেখলে মনে অনুকম্পা জাগে। কে বলবে, এরা এককালে পৃথিবী শাসন করত। ‘প্যাট্রিয়ার্কি’ বলে একটা শব্দছিল সেদিনের পৃথিবীতে। তেজস্ক্রিয়তার মাশুল দেয় পুরুষ প্রজাতি। তাদের যৌন ও প্রজনন ক্ষমতা হারায় চিরতরে। দক্ষিণ আমেরিকার এক মহিলা-বিজ্ঞানী, হোর্হে মিরিয়াম যদি ‘আর্টিফিশিয়াল সিমেন’ না উদ্ভাবন করতে পারতেন, তাহলে আজকের দিনে এই মানবীসভ্যতা আর এগোতে না । কারু, দেয়ালী পড়ে ফেলেছে, কীভাবে সন্তান হয়। সিমেন ব্যাঙ্কের অ্যাপ্লাই করতে হয় মহিলাদের। তারপর বিস্তর ইন্টারভিউ, জেরার পর ছাড়পত্র মেলে। গর্ভধারণ এই পৃথিবীর সবচেয়ে খুশির উৎসব। তবে পুত্রসন্তান এসেছে এ খবর পেলে এখন গোপনে সবাই অ্যাবরশন করিয়ে ফেলছে। সরকার থেকে বারবার চেষ্টা করছে, এই প্রবণতা রোখার। ফলে মেলেনি। এখনও পুত্র জন্মালে ঘরে ঘরে কান্নার রোল। নির্বীজ, অক্ষম এই প্রজাতিকে তক্ষুনি নিয়ে যায় স্টেট, সারা পৃথিবীর সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে আজ কাজ করে তারা। লাথি ঝ্যাঁটা খেয়ে বড় হওয়া পুরুষ এখন মাইনে করা স্লেভ। অল মেন আর ইকুয়াল। পৃথিবী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আকৃতি হয়ে গিয়েছে ছোট। ৪০ বছরের বেশি একন আর কেউ বাঁচে না। বছর ২০-র পর থেকেই বার্ধক্যে আক্রান্ত হয় সচরাচর। অন্যদিকে মহিলার বাঁচে প্রায় ২০০ বছর। তাদের যৌবনকাল চলে কম বেশি ১৫০ বছর পর্যন্ত । ওয়ার্ল্ড মেন ‘প্রোকেটশন ফোরাম’ থেকে বারবার নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও পুরুষদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা কমেনি। একলা পুরুষকে পেয়ে মেয়েরা পাশবিক অত্যাচার করেছে—এর’ম নিউজ প্রায়ই পাওয়া যায় পার্সোনাল স্ক্রিনে। দেখতে ভাল পুরুষদের ঠাঁই হয় অভিজাত যৌনমহল্লায়। পয়সা দিয়ে মহিলারা রাত কাটায় তাদের সঙ্গে কারুবাকি শুনেছে সেখানে নপুংসক পুরুষদের চাবুক চালানো হয়। কেউ কেউ পায়ুদ্বারেক সেক্স করে থাকে। পৃথিবী জোড়া এখন একটাই ম্যাজিক যৌনলাঠি---ডিলডো। কারু, অপালা বা দেয়ালী---কারওই এখনও ডিলডো হাতে পাওয়ার বয়স হয়নি। কারুবাকির ইচ্ছে, হাতে পেলে সে প্রথম রাতেই ‘নিশকুটুম্ব’-এ যাবে। তাদের শহরের সবচেয়ে বড় ও দামি যৌনালয। নগ্ন পুরুষ সে কখনও দেখেনি। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এইসব চিন্তা এখন ডালপালা মেলছে মনে ও হরমোনে।

কারুবাকিরা যেখানে থাকে, সেগুলোকে বলে ‘কোয়ার্টার’। প্রতি কোয়ার্টারে একটি করে পরিবার থেকে। ফ্যামিলি সাইজ কখনও দুই, কখনও তিন। যদি দুই নারী পরস্পরকে ভালবাসে, তারা সন্তান গ্রহণ করলে তিনজনের ফ্যামিলি। নইলে, একজন মহিলাও সন্তান ধারণ করতে পারে। যেমন, কারু আর তার মা এটাই তাদের ঘর। দ্বিতীয় সন্তান আগে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিছুদিন আগে নিয়ম করে বন্দ করে দেওয়া হয়েছে। সিমেনের উৎপাদন অস্বাভাবিকরকম কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত।

যেহেতু বয়-সন্ধি চলছে, কারু বা দেয়ালীর আড্ডার অনেকটা ঘিরে থাকে যৌনতার আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যায় না। এমনকী, শেক্সপিয়রকেও না। দেয়ালী বলছেন, আগে না কি এই যন্ত্রগুলোর নাম মেয়েদের নামে রাখা হত। ‘অ্যালেক্স’, ‘সিরি’—এর’ম সব নাম। এখন এই ‘নলেজ-ফ্রেম’ গুলো সব পুরুষদের নামে। লিটারেচারের এঁরা সব নাকি এক একজন দিকপাল ছিলেন। ‘পুরুষ’ অন্যরকম ছিল তখন। সবটা নাকি তারাই চালাত। কারু জিজ্ঞেস করে---হাই বাড়ি, ছেলেদের যৌনাঙ্গের নাম কী ? রবীন্দ্রনাথ ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বলে, ‘পেনিস’। ‘অ্যান্ড হোয়াট ইজ কাউরেপ’?রবীন্দ্রনাথ চুপ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

শেষমেশ অপালা এই গোপন রহস্য জেনে এল লিডিয়ার থেকে। তার বয়স ৯৭। ‘নিশ্চিহ্ন পুরুষ’ গবেষণার বিষয় ছিল তার। অপালার প্রতি অনেক দিন ধরেই সে দুর্বল। অপালা কায়দা করে জেনে নিয়েছে ‘কাউরেপ’ -এর মানে। একটা নাকি সময় ছিল, যখন পুরুষ নারীকে ‘ভাগ্য’ হিসেবে দেখত। সেসময় ‘রেপ’ শব্দটার জন্ম হয়। নারীর অনিচ্ছায় জোর করে মিলিত হত পুরুষ। এসব শুনে দেয়ালী এমন হাসি হাসতে শুরু করল, থামতেই চায় না। কারু ধমকে থামাল। আর কাউরেপ? ঘটনার জন্ম নয়া পৃথিবীর ট্রানজিশনে। পুরুষ তখন একটু একটু করে যৌনক্ষমতা হারাচ্ছে। দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে নারীর কাছে। সেসময নাকি দল বেঁধে মেয়েরা পুরুষদের রেপ করত। যেহেতু পুরুষ রেপের কাউন্টার ছিল ঘটনাগুলো, এগুলোকে বাল হত ‘কাউন্টার রেপ’ বা ‘কাউরেপ’। প্রায় পঞ্চাশ বছর হল, এই কাউরেপ এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পুরুষ নারীর যদি বা সমান না-ও হয় তাকে এভাবে ভোগ করা অনুচিত—ঘোষণা করেছে স্টেট। অপালা হাসে। কাউরেপ শেষ হত একটা কাস্টম দিয়ে। কী-ই? পেনিসটা কেটে নেওয়া হত।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

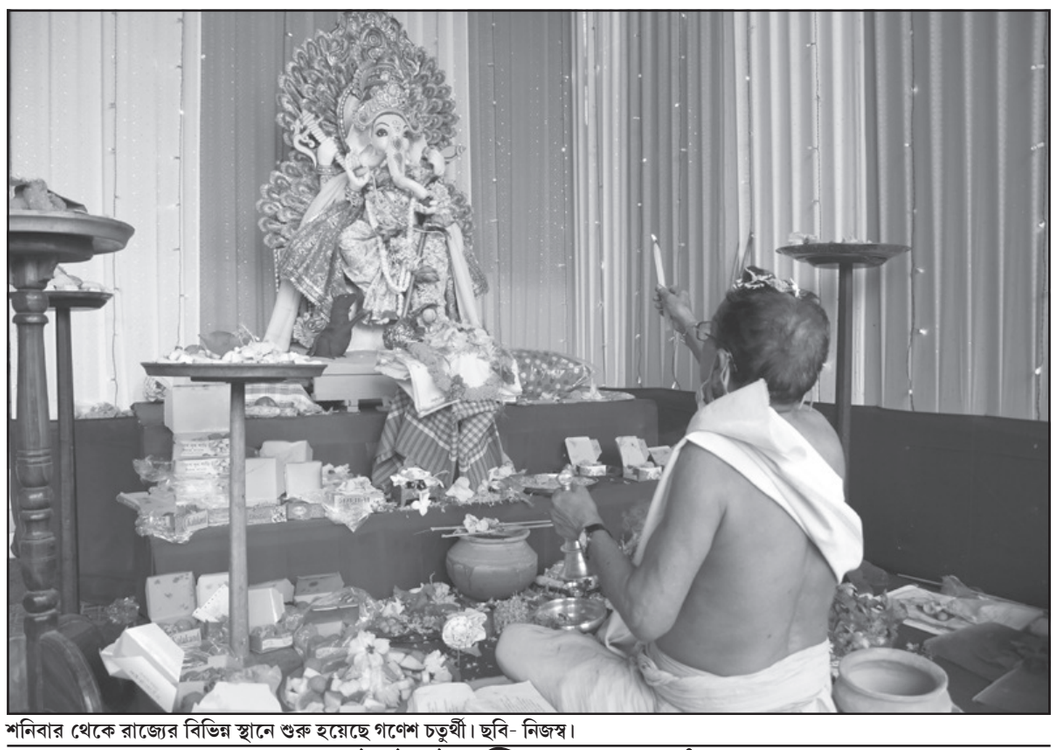

শনিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে গণেশ চতুর্থী। ছবি- নিজস্ব।

কংগ্রেস-এআইইউডিএফ আঁতাত, অসমে উভয় দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধূলিস্যাৎ হবে, বললেন মমিনুল আওয়াল

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন ২০২১-এর অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্যে। কংগ্রেস-এআইইউডিএফ তথাকথিত মহাজোট বাঁধায় অসমে উভয় দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যত ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এছাড়া রাজ্যে রাজনৈতিক মুনাফার মতলবে কংগ্রেস এবং এআইইউডিফের এই জোটবন্ধনের ফলে প্রকারান্তরে বিজেপিরই লাভই হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

মমিনুল আরও বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসার পাশাপাশি অসমে একাংশ রাজনৈতিক দলের তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদিকে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সমঝোতার জোটবন্ধন প্রক্রিয়ার দৌঁড়ঝাপ প্রত্যক্ষ করছেন রাজ্যের জনগণ। এতে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের মহাজোটবন্ধন প্রক্রিয়ায় বর্তমানে যথেষ্ট চর্চার খোরাক জুগিয়েছে। সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের যৌথ প্রয়াসে রাজ্যে নতুন আঞ্চলিক দল গঠনের বিষয়টি বস্তুত কিছুক্ষেত্রে এআইইউডিএফ-কংগ্রেসের মিত্রতার বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে বিরোধী দলগুলোর দোদুল্যমান পরিস্থিতি। বিশেষ করে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই রাজনৈতিক শক্তি আগামীদিনে মিত্রতার ভিত্তিতে নির্বাচনে একসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ার চিত্র পরিষ্কার। কিন্তু জোটবন্ধনের ফলে ঠিক কোন রাজনৈতিক দল লাভবান হবে তা নিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহের আবহ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও জোটবন্ধনের অভিসন্ধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে অসমের প্রত্যেক নাগরিকদের, বলেন মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

এছাড়া তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করে মমিনুল জানান, কংগ্রেস এআইইউডিএফের সঙ্গে মিত্রতার জন্য আগ বাড়িয়ে এসেছে এবং ইতিমধ্যে মিত্রতার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ঘটনাপ্রবাহে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলেন, কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের মিত্রতার পরিণতিতে দেখবেন, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, তাঁর সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ, দেবব্রত শইকিয়া, অজন্তা নেওগ, রুপজ্যোতি কুর্মি, রৌজলিনা তির্কিরা একসময় ভারতীয় জনতা পার্টির শরণাপন্ন হবেন। অসমের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের পর্যালোচনা করলে এমন পরিস্থিতির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা মমিনুল আওয়াল গরিয়া। অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ এই অভিমতের যৌক্তিকতাও ব্যাখ্যা করেছেন মমিনুল আওয়াল।

বলেন, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১০০ প্লাস মিশন ধার্য করেই এগোচ্ছে। রাজনীতিতে ১১ যোগফল ২ হয় না, ১১ যোগফল জিরো হয়। আর এই ফর্মূলার সম্যক জ্ঞান নেই জোটবন্ধনে লিপ্ত তথাকথিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। বস্তুত এজন্যই বিভ্রান্ত হয়ে শেষমেষ বিজেপির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া বিকল্প উপায় থাকবে না তথাকথিত জোটবন্ধনে আবদ্ধ দলীয় নেতাদের, বলেন মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

রবিবার উয়েফা চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ফাইনালে পিএসজি-র মুখোমুখি হচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ

লিসবন, করোনা আবহে রবিবার আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব ফুটবল উয়েফা চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ফাইনাল। ইউরোপের হাইপ্রফাইল এই ম্যাচে জার্মানির বায়ার্ন মিউনিখ মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্সের প্যারিস সাঁ জারমা বা পিএসজি-এর। ফাইনালের খেতাব জয়ে দুই দলেক অনেক মিল।দুটি দলই ত্রিমুকুট জয়ের সামেন দাঁড়িয়ে। জার্মান বুন্দশেলিগা ও জার্মান কাপ জিতেছে রবার্ট লেয়নভস্কি, টমাস মুলারের বায়ার্ন এবং ফরাসি লিগ ও ফরাসি কাপ জয়ী এমবাপে, পিএসজি।

নেইমাররা কি পারবে লক্ষ্যপূরণ করতে? ইতিমধ্যে ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার কিন্তু সতর্কবার্তা দিয়েছেন ফর্মে থাকা বায়ার্নকে। তিনি বলেছেন, পিএসজি এমন একটা দল যাদের হাল্কাভাবে নিলে জয়ের স্বপ্ন তছনছ হয়ে যাবে। ফাইনাল সর্বদা ৫০-৫০। বায়ার্ন যদি তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে তবে জয় পেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বরাক উপত্যকার ২২ নেতা প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত

শিলচর (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বাইশজন নেতাকে অসম প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, একুশের নির্বাচনকে সামনে রেখেই প্রদেশ বিজেপির সদস্য পদে বরাকের এক কুড়িরও বেশি নেতাকে প্রদেশ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রথম, প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটিতে বরাক উপত্যকা থেকে এত বেশি সংখ্যক নেতাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বরাক উপত্যকার তিন জেলার মধ্যে সর্বাধিক সদস্য নেওয়া হয়েছে কাছাড় জেলা থেকে। প্রদেশ কমিটিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের মতো প্রবীণ নেতার পাশাপাশি কমবয়সি যুবমোর্চা কার্যকর্তাদেরও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রদেশ কমিটিতে কাছাড়ের যে নয় নেতাকে নেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, বন, মৎস্য ও আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, রূপম সাহা, রামকৃষ্ণ সিনহা, অনুপ কুমার দত্ত, রিনা সিংহ, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি শেখর দে, থইবা সিংহ এবং বিজেপির বরাক উপত্যকার সাংগঠনিক সম্পাদক নিত্যভূষণ দে।

একই ভাবে প্রদেশ বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিমগঞ্জ জেলার নেতারা হলেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন পুরপতি কৃষ্ণ দাস, সুদীপ চক্রবর্তী, পৃতুষ চক্রবর্তী, সুধাংশুরঞ্জন দাস, শিপ্রা গুন এবং রমেশ বড়ুয়া। এছাড়া হাইলাকান্দি জেলা থেকে প্রদেশ বিজেপির সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সৈকত দত্তচৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুব্রত নাথ, রাজকুমার দাস এবং দেবর্ষি পালচৌধুরী। সেই সঙ্গে প্রদেশ বিজেপির কার্যালয় সম্পাদক হিসেবে সুশান্ত বিশ্বসকে মনোনীত করা হয়েছে। দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

অরুণাচল প্রদেশে তিন জঙ্গিকে জালে তুলল যৌথবাহিনী

ইটানগর, ২২ আগস্ট (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে যৌথ বাহিনীর পৃথক অভিযানে তিন নাগা জঙ্গিকে জালে তোলা সম্ভব হয়েছে। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড-আর (এনএসসিএন-আর) জঙ্গি নানকেন হাচেংকে নিউ শাললাং এলাকায় চাংলাং জেলা পুলিশ, ৯ আসাম রাইফেলস এবং ১৪৯ নম্বর সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথ অভিযানে আটক করা হয়েছে।

এছাড়া নিরাপত্তা কর্মীদের যৌথ বাহিনী নামগৈ এলাকা থেকে এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ) জঙ্গি জনসাম তীক্ষককে গ্রেফতার করেছে। একইদিনে নিউ শাললাং এলাকায় আরেক অভিযানে নেমে যৌথ বাহিনী এনএসসিএন (আর) জঙ্গি স্বঘোষিত সার্জেন্ট মেজর আলেম কন্যাককে জালে তুলেছে। চাংলাং এবং নামপং পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাসে অরুণাচল প্রদেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে বেশ কয়েকজন জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে। তা সত্ত্বেও, জঙ্গি গতিবিধি কমছে না। শুধু তা-ই নয়, তাদের হিংস্র কার্যকলাপ বজায় রেখেছে তারা।

পাকিস্তানেই রয়েছে দাউদ ইব্রাহিম অবশেষে মেনে নিল ইসলামাবাদ

ইসলামাবাদ, ২২ আগস্ট (হি. স.): একাধিক দশক পরে অবশেষে কুখ্যাত জঙ্গি নেতা দাউদ ইব্রাহিম যে তাদের দেশেই রয়েছে, তা মেনে নিয়েছে পাকিস্তান। জঙ্গিদের মদত করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের গ্রে লিস্টে রয়েছে পাকিস্তান। এই সংস্থার ব্ল্যাকলিস্ট থেকে নিজেদেরকে এরানোর জন্য তাদের দেশে থাকা জঙ্গিদের নাম প্রকাশ্যে এনেছে পাকিস্তান। সেই তালিকায় ১৯৯৩ সালে মুম্বই বিস্ফোরণ এর অন্যতম মূল চক্রি দাউদ ইব্রাহিমের নাম রয়েছে। ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল চক্রি হাফিজ সইদ, মাসুদ আজহারের নাম তালিকায় রয়েছে। এছাড়াও পাকিস্থানে কাজ করে যাওয়া অষ্টআশি জঙ্গীদের নাম তালিকা দেওয়া রয়েছে। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান দাবি করেছে এই সকল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নব্বই এর দশক থেকে এখনো পর্যন্ত ভারত বরাবর বলে এসেছে দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তানে রয়েছে। যদিও তা অস্বীকার করে আসছিল পাকিস্তান। অবশেষে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পাকিস্তান মেনে নিতে বাধ্য হল যে দাউদ ইব্রাহিম তাদের দেশেই রয়েছে।কূটনৈতিক তথা সামরিক দিক দিয়ে ভারতের কাছে এটি বড় জয় বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের

পাটনা, ২২ আগস্ট (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হল পিটিশন। বন্যা এবং করোনার জেরে বিপর্যস্ত বিহার। ফলে এই মুহূর্তে কোন ভাবেই নির্বাচন সম্ভব নয়। করোনার প্রকোপ এবং বন্যা কমে যাওয়ার পরেই নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব বলে পিটিশনে দাবি করা হয়।

রাজেশ কুমার জয়সোয়াল নামে এক ব্যক্তি দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টে এই পিটিশন দায়ের করেছেন। তার হয়ে আইনজীবী শান্তনু সাগর আদালতকে জানান যে নির্বাচন কমিশন গত ১১ ই আগস্ট ঘোষণা করেছে যে নির্ধারিত সময় বিহারে বিধানসভা নির্বাচন হবে। এমনটা ঘোষণা করে বিহারের ১০ কোটি জনগণকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। বিহারে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নির্বাচন কমিশন কোন রকমের প্রস্তুতি নেয়নি। ফলে বন্যা এবং করোনা প্রকোপ কমে যাওয়ার পরেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করা উচিত।

করিমগঞ্জ জেলায় নতুন ৩৯ জন কোভিড পজিটিভ

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায়ও করোনা সমানে দাপট দেখিয়ে চলেছে। ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত জেলায় আজ শনিবার ৩৯ জনকে কোভিড পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং ১৭ জন আরটি-পিসিআর-এ ধরা কোভিড আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছেন। আজ মোট ২৯৭ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে জেলায়।

সরকারি তথ্যে প্রকাশ, আজ করিমগঞ্জ জেলার ২৬ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন মোট ৭৬২ জন।

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জাতিসংঘের

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। গণহত্যার শিকার ও বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে সহযোগিতায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। শুক্রবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর- এর এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'রোহিঙ্গাদের হিসাবে তাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আজ মিয়ানমারের বাইরে রয়েছে। ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ নিবন্ধন অনুযায়ী কক্সবাজারে অবস্থান করছে প্রায় আট লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা।'

ইউএনএইচসিআর জানায়, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এর তিন বছর পর আজও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে ও নতুন অনেক চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিকে করেছে আরো জটিল। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় বাংলাদেশিদের সাহায্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির নতুন চাহিদাগুলো মেটানো এবং সংকট সমাধানের লয আরো বেশি কাজ চালিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের প্রশংসা করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আশ্রিত রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশ মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। বাংলাদেশ তাদের সুরা নিশ্চিত করেছে, জীবন রাকারী মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। আজ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিবন্ধিত প্রতি ১০ জন রোহিঙ্গার মধ্যে ৯ জন বাস করে বাংলাদেশে। এ মহানুভবতার প্রতিদান হিসেবে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় বাংলাদেশি জনগণের জন্য নিরন্তর সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।'

ইউএনএইচসিআর জানায়, রোহিঙ্গা সংকটের পরিপূর্ণ সমাধান রয়েছে মিয়ানমারে। রাখাইন রাজ্যবিষয়ক পরামর্শক কমিশনের সব সুপারিশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এটি সম্ভব; আর মিয়ানমার সরকারও সেটি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবাসনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজন সর্বস্তরের অংশগ্রহণ, মিয়ানমারের কর্তৃপ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে নতুন করে কার্যকরী আলোচনা শুরু করা।

এর পাশাপাশি দুই পরে মধ্যে আস্থা তৈরির উদ্যোগ নেয়া। এসবের জন্য প্রয়োজন মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের চলাফেরার ওপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ গ্রামে ফেরার সুব্যবস্থা এবং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা।

সংস্থাটি বলেছে, 'শুধু মিয়ানমারের বাইরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সুরা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই নয়, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আরেকটি ল্য হওয়া উচিত রোহিঙ্গাদের আশানুযায়ী তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। সে জন্য শুধু মিয়ানমারে স্থায়ী সমাধানের জন্য নয়, আশ্রয় প্রদানকারী দেশের বাইরে তাদের শি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা শরণার্থীদের তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য আরো কাজ করতে হবে।'

অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের হাতে ২ বাংলাদেশি আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ভুরুঙ্গামারীর ময়দান সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী (বিএসএফ)।

তারা হলেন- উপজেলার পাথরডুবি ইউনিয়নের দণি বাঁশজানী গ্রামের সোহরাব আলীর ছেলে রাজমিস্ত্রী শামীম হোসেন(২৬) ও মো. হামিদুল ইসলামের ছেলে শাহজালাল মিয়া(১৭)।

এলাকাবাসী জানায়, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে বাংলাদেশ থেকে রড, সিমেন্টসহ অন্যান্য মালমাল নিয়ে তারা দুজন আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ৯৭৬ এর ৭ এস পিলারের নিকট কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার দীঘলটারী গ্রামের নাজির হোসেনের বাড়ির গেট বানানোর জন্য যায়। পরে ভারতের দীঘলটারী বিএসএফ ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টি জানতে পেরে দুজনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

কুড়িগ্রামের ২২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামাল বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের পর দুজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি আমরা জেনেছি। এ ব্যাপারে বিএসএফের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।'তবে এখন পর্যন্ত বিএসএফের প থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি,' যোগ করেন তিনি।

অবৈধভাবে ভারত যাওয়ার সময় ঝিনাইদহে আটক ৫

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২২।। বাংলাদেশের ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় অনন্তপুর গ্রাম থেকে দুই নারীসহ পাঁচজনকে আটক করেছে বিজিবি। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন নড়াইল জেলার কালিয়া থানার কৃষ্ণপুর গ্রামের মো. কিছলু মিয়া (৩৪), সেলিনা খাতুন (২৭), মো. ফারুক (২২), মোছা. শিল্পী খাতুন (২২) এবং একই উপজেলার আমতলা গ্রামের মো. রফিকুল ইসলাম (৩০)।পরে আটকদের নামে ও তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ারে ত্র সহায়তা করার অপরাধে তিন পলাতক মো. রাজিব মিয়া (২৮), মো. মিন্টু মিয়া (২৫) এবং মো. হাসান আলীর (৩০) নামে মহেশপুর থানায় মামলা করা হয়। খাশিলপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীনাথপুর বিওপির সীমান্ত পিলার ৬০/১৫২ এর বিজিবি সদস্যরা পাঁচজনকে আটক করে। এ ঘটনায় আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং মহেশপুর থানায় সোর্পদ করা হয়েছে, বলেন বিজিবির সহকারী পরিচালক।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে বরাক উপত্যকায় আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন

শিলচর (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে বরাক উপত্যকায় আজ আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। এই তিনজনের মধ্যে দুজন কাছাড় জেলার এবং একজন হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা। প্রয়াতদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড বুলেটিনে এই তথ্য দিয়েছেন উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত। তবে এখনও স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের স্বীকৃতির অপেক্ষায় তাঁরা, জানিয়েছেন তা-ও।

বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১০ জন রোগী রয়েছেন। এর মধ্যে চারজন আছেন স্ক্রিনিং আইসিইউতে এবং ছয়জন কোভিড আইসিইউতে। প্রসঙ্গত, গতকাল শুক্রবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বরাক উপত্যকার পাঁচ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিন জন কাছাড়, একজন করে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলার ছিলেন।

ডা. ভাস্কর গুপ্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজের তথ্য তুলে ধরে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মেডিক্যাল কলেজে ১৪৩ জনকে স্ক্যানিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৪ জন পুরুষ এবং ৫৯ মহিলা। স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে ৭৫৯-টি। এর মধ্যে টেস্ট করা হয়েছে ৭০৩-টির। এখন পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে টেস্ট করা হয়েছে মোট ৭৭,৬৮৮টি স্যাম্পল। গত ২৪ ঘণ্টায় স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে ১০৫-টি। এখন পর্যন্ত মোট পজিটিভের সংখ্যা ৩,৫১০।

গত ২৪ ঘণ্টায় মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি হয়েছেন নতুন ২৯ জন। এঁদের মধ্যে ২১ জন পুরুষ এবং আটজন মহিলা। আর ১৫ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা সহ ডিসচার্জ করা হয়েছে ২৬ জনকে। বর্তমানে আইসিওতে ভরতি রয়েছেন ১৬ জন রোগী। ভেন্টিলেটরে রয়েছেন তিনজন। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ২৪১ জন রোগী রয়েছেন। যার মধ্যে ১৪৬ জন পুরুষ এবং ১০৫ জন মহিলা।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীদের ভরতি থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের মধ্যে ২৪ জনকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড স্বীকৃতি দিয়েছে।

কাছাড় জেলায় আজ শনিবার এই খবর লেখা পর্যন্ত মোট ৭৫ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, পজিটিভদের মধ্যে ৫৩ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে শনাক্ত করা হয়েছে এবং বাকি ২২ জনকে আরটি-পিসিআর-এর মাধ্যমে। আজও জেলায় ৬৩৭ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে।

রাফাল নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি. স.): ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল চুক্তি নিয়ে ফের দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। ভারতের রাজকোষ থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ রাহুলের। শনিবার এক টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'রাফালের জন্য ভারতের রাজকোষ থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে।' জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর উদ্বৃতি করে রাহুল লেখেন, সত্য একটাই।রাস্তা অনেক। নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী একটি খবরের অংশ তুলে ধরেন। যেখানে লেখা রয়েছে রাফাল চুক্তি নিয়ে সিএজি-কে কোন রকমের তথ্য দিতে অস্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের থেকে ৩৬ টি রাফাল বিমান কেনার জন্য ৫৯০০০ কোটি টাকার চুক্তি করেছিল। এই চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস প্রশ্ন বরাবর তুলে এসেছে। রাফাল চুক্তি তদারক করার জন্য আদালতের পর্যবেক্ষণে কমিটি গঠনের দাবি তুলেছিল কংগ্রেস। যা খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই ভারতের হাতে পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান চলে এসেছে। পূর্ব লাদাখে চিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য গেম চেঞ্জার মতন কাজ করবে রাফাল।

শনিবার পাচারকালে রেশনসামগ্রী আটক করেন খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনার দুঃসময়েও কয়েকটি আশার কথা

সারা বিশ্বে যেভাবে করোনার প্রকোপ এখনো বাড়ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে সামনের সময় এখনো কঠিন। প্রায় সব দেশেই কমবেশি লকডাউন চলছে। ইউরোপ-আমেরিকায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার স্থিতাবস্থা বা কমের দিকে হলেও এখনো বিপদ কাটেনি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই রোগ ঠেকাতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। তারপরও সেটা হয়তো কয়েক মাস পরপর ঘুরেফিরে হানা দেবে। তাহলে বিশ্বের সব মানুষই তো এক অবিরাম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আমাদের প্রিয় পৃথিবী কি এক অভিশপ্ত গ্রহে পরিণত হবে?

অবশ্য এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কিছু সুসংবাদ আছে। যেমন, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের ওষুধ ও টিকা আবিষ্কারের জন্য দিনরাত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। প্রথমে ধরুন ওষুধের কথা। মানে, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার কোনো ওষুধ। এখন পর্যন্ত এ রকম নিশ্চিত কিছু নেই। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বলছেন অবশ্য কিছু ওষুধের কথা। কিন্তু ওই সব ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া নিয়ে এখনো আরও পরীক্ষা দরকার।

এরই মধ্যে একটি সুখবর এসেছে আমেরিকার শিকাগো থেকে। করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় শিকাগো হাসপাতালে রেমডেসিভির নামে একটি অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ সুফল দিচ্ছে। সুখবরটি দিয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান গিলিয়াড সায়েন্সেস। তাদের ওষুধে যদিও সুফল পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখনো সেটা পরীক্ষা পর্যায়েই রয়েছে। কারণ যথেষ্টভাবে পরীক্ষিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘোষণা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ফল পেতে এখনো কিছু সময় দরকার। ওরা অবশ্য আশাবাদী যে সাফল্য দোরগোড়ায়। এই আশা সত্য হলে, বলতে হয় অন্তত করোনায় মৃত্যুঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একটি পরীক্ষিত ওষুধ আমরা পেয়ে যাব। অন্তত এই আশা থাকবে যে বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে হবে না। এখন তো ভেন্টিলেশন আর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর নির্ভর করাই একমাত্র চিকিৎসা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওষুধ আবিষ্কার হলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে।

শুধু শিকাগোতেই নয়, একই সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাবি করছে যে ওরা ওষুধ আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি। হয়তো শিগগিরই বাজারে আমরা ওষুধ পাব।

কিন্তু শুধু ওষুধেই কাজ হবে না। কারণ, এই রোগটা কিছুদিন পরপর ঘুরেফিরে আসবেই। তাই টিকা দরকার। এবং এখানেও একটা বড় সুখবর আছে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁদের আবিষ্কৃত একটি টিকা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। এটা অবশ্য এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। ৫১০ জন আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে তাঁদের টিকা শিগগিরই বাজারে আসবে। যদি টিকা আবিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে সারা বিশ্বই করোনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও টিকা আবিষ্কারের গবেষণায় সাফল্যের কথা শোনা যাচ্ছে। এটা আজ বলা যায়, বিশ্ব করোনা-রোধী টিকা আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক চলছে। প্রশ্নটি আমাদের দেশের জন্য বেশ খাটে। এটা আমরা অনেকেই শুনেছি। কেউ বলেন গরমের দেশে করোনাভাইরাসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কঠিন। গরমের দেশে এদের দ্রুত সংক্রমণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে আরেক দল বিজ্ঞানী বলছেন, করোনাভাইরাসের কাছে শীত-গরম কোনো ব্যাপারই না। এরা সব আবহাওয়ায় বাঁচে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে করোনাভাইরাস এমনকি ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেও বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে করোনার তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, করোনাভাইরাস ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও ওই ভাইরাসের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোগের বিস্তার ঘটানো কঠিন। কারণ ওরা মূলত হাঁচি-কাশির সময় মুখ থেকে বের হওয়া ড্রপলেটের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়। এই ড্রপলেটগুলো খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা। তাই আবহাওয়ার তাপমাত্রা যদি বেশি থাকে, তাহলে কয়েক সেকেন্ডেই এই ড্রপলেটগুলো গরমে উবে যায়, তখন করোনাভাইরাস আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ভাইরাসটি মারা যায়। ফলে করোনা রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে না। অবশ্য খুব কাছ থেকে হাঁচি-কাশি বা ছোঁয়াছুঁয়িতে সংক্রমণ ছড়ায়। কিন্তু রোগের ছড়িয়ে পড়ার গতি কমে যায়।

আমরা জানি না এ কারণেই আমাদের দেশে সংক্রমণ ছড়ানোর হার অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা কম কি না। আরও সময় নিয়ে দেখতে হবে। অন্তত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে বিজ্ঞানীদের কোন কথাটি আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাটে।

কিন্তু আমাদের পূর্ণ সতর্কতা মেনে চলতে হবে। আমরা যদি লকডাউন মেনে চলি, একে অপরের থেকে একটু দূরে থাকি, দিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বার শুধু সাবান দিয়ে হাত ধুই, তাহলেই কোভিড-১৯ কুপোকাত।

কারণ, তার আশ্রয় থাকবে না। এ অবস্থায় সে মারা যাবে। অবশ্য পিচঢালা বা পাকা রাস্তায় এরা প্রায় পাঁচ দিন পর্যন্ত বাঁচে। আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরের বাতির সুইচ, টেবিল-চেয়ার স্পর্শ করলে সেখানেও ভাইরাসটি বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকে। কিন্তু ক্ষারযুক্ত সাবান এর যম। কারণ, ভাইরাসটির চারপাশের আবরণটি যে লিপিড বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে, সাবানের স্পর্শে সেই লিপিড গলে যায় আর তখনই ভাইরাসটির মরণ। তাই সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এক অর্থে, যে করোনার ভয়ে আমরা কাবু, সেটা এক জায়গায় খুব দুর্বল। আর যেখানে সে দুর্বল, সেখানেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। তাহলে করোনা আমাদের সহজে ধরতে পারবে না। এ জন্য দরকার লকডাউন মেনে চলা এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিন আমরা যে সতর্কতা মেনে চলার কথা শুনছি, ওগুলো প্রত্যেকের জীবনের স্বাভাবিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা।

ছবি এঁকে ফারাহর কন্যার আয় ৭০ হাজার রুপি, সব দান করল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বিপদে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। তাঁদের সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলিউড তারকারা। কে এগিয়ে আসেননি! শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, অক্ষয় কুমারবলিউডের সব নামকরা তারকা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে মাতামাতি হয়েছে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তারকাদের আড়ালে পড়ে গেছে অন্য তারকারা। যাদের সম্বল খুবই অল্প, কিন্তু সেটুকুই দিয়ে দিয়েছে করোনা—সহায়তায়। বড়দের মতো তারাও এগিয়ে এসেছে মানুষের পাশে। অন্যা সেই ছোট্ট তারকা। বাসায় বসে পোষ্য প্রাণীর ছবি আঁকল। প্রতিটি ছবির দাম ছিল এক হাজার রুপি। এই ছবিগুলো বিক্রি করে সে পেয়েছে ৭০ হাজার রুপি। সেই অর্থ সে ব্যয় করবে অসহায় মানুষ ও প্রাণীর সহায়তায়।

অন্যাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। 'ম্যায় হু না', 'ওম শান্তি ওম' কিংবা 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবিগুলো দেখা আছে নিশ্চয়ই। বলিউডের এই ছবিগুলো বানিয়েছেন নির্মাতা ও কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান। ফারাহ খানের ১২ বছরের মেয়ে অন্যা। সম্প্রতি টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার দিয়েছেন ফারাহ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি পোষ্যর ছবি আঁকছে অন্যা। ভিডিওর ক্যাপশনে ফারাহ খান লিখেছেন, 'আমার ১২ বছরের মেয়ে অন্যা ৭০ হাজার রুপি মাত্র পাঁচ দিনে আয় করেছে। আমাদের ঘরের পোষ্যর ছবি এঁকে প্রতিটা ছবি থেকে এক হাজার রুপি করে আয় করেছে ও। এসব অর্থ ব্যয় হবে অসহায় প্রাণী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য। ওই সব মানুষদের সবাইকে ধন্যবাদ, যাঁরা অন্যার এই স্কেচ নিয়ে এক হাজার রুপি দান করেছেন।'

ভারতজুড়ে এখন লকডাউন চলছে। তারকারা সবাই ঘরবন্দী। সেখান থেকেই যে যা পারছেন সহায়তা করছেন করনোভাইরাস মোকাবিলায়। সেই সহায়তায় অন্যার ছোট্ট উদ্যোগও বড় হয়ে দেখা দিল শাহরুখ-সালমান-আমিরদের উদ্যোগের পাশে।

করোনাভাইরাস বাতাসে কত দূর ছড়ায়

করোনাভাইরাস বাতাসে কমপক্ষে ১৩ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যে নির্দেশনা দেওয়া হয় এ দূরত্ব তার দ্বিগুণ। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এ বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফেডারেল এজেন্সির 'ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে' প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হয়েছে ভাইরাসটি আগে অফিশিয়াল নির্দেশনার চেয়ে বেশি দূর ছড়াতে পারে। এ ছাড়া ভাইরাসটি মানুষের জুতার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য এটাই নির্দেশ করে যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দূরত্ব কমপক্ষে ৪ মিটার যা ১৩ ফুটের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া আইসিইউয়ের মেডিকেল কর্মকর্তাদের জুতার সোলের নমুনা করে দেখা গেছে অর্ধেকের বেশি জুতায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। উহানের হুশেনশান হাসপাতাল থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এতে ধারণা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের জুতার সোল করোনাভাইরাস ছড়ানোর কারণ হতে পারে।

বেইজিংয়ের অ্যাকাডেমি অব মিলিটারি মেডিকেল সায়েন্সেসের একটি দলের গবেষণার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে এ আশঙ্কাকে আবারও নিশ্চিত করে দেখা হচ্ছে যেখানে বর্তমান ৬ ফুট দূরত্বের দিকনির্দেশনা যথেষ্ট নাও হতে পারে।এটি ব্যক্তি বা বিশেষত সামনের সারির মেডিকেল কর্মীদেরও পরামর্শ দেয় যাতে অজান্তে ভাইরাসের উৎস হিসেবে এটি ছড়িয়ে না পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে কঠোর জীবাণুনাশক ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিডিসির পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ৬ ফুট দূরত্বের কথা বলা হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) মনে করে ৩ ফুট দূরত্ব যথেষ্ট। বর্তমান গবেষণায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার দূরত্বের চেয়ে যা অনেক কম।

এর আগে গত মাসে গবেষকেরা বলেছিলেন, ভাইরাস ২৭ ফুট পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ও আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশন ডিজিজেসের পরিচালক অ্যান্থনি এস ফাউসি অবশ্য একে 'ভয়ানক বিভ্রান্তিকর' বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাস্তবে খুব জোরে হাঁচি না হলে এত দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

প্লাস্টিকের বোতল এখন সহজেই ধ্বংস হবে

প্লাস্টিকের পণ্য আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। সেই প্লাস্টিক নিয়ে সুখবর দিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্লাস্টিক ভেঙে ফেলে তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা কম্পোস্ট করা পাতা থেকে খোঁজ পাওয়া একটি এনজাইম এ কাজে ব্যবহার করছেন।

ফ্রান্সের কারবায়োস নামের একটি কোম্পানি প্লাস্টিক ভাঙার পদ্ধতিটির আবিষ্কারের নেপথ্যে রয়েছে। তারা ইতিমধ্যে পেপসি ও এল ওরিয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে এ উপাদান শিল্প খাতে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পরিকল্পনা করেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ উপাদানটি শিল্প খাতে ব্যবহারের উপযোগী করে উৎপাদন করবে তারা।কারবায়োসের উপপ্রধান নির্বাহী মার্টিন স্টেফান যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকাকে বলেছেন, 'বাজারে আমরা প্রথম কোম্পানি হিসেবে নতুন প্রযুক্তিটি আনছি। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বাজারে আনার লক্ষ্য আমাদের।গত এক দশকে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। নতুন এই আবিষ্কার এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে দাবি করছেন উদ্ভাবকেরা।ফ্রান্সের তুলুস ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং করার বিষয়েও প্রয়োগ করছেন। প্লাস্টিক অবশ্য সরাসরি রিসাইকেল করা যায়। প্লাস্টিকের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপকরণ ও তাপমাত্রায় প্লাস্টিক ভাঙা হয়। অনেক প্লাস্টিক রিসাইকেল করা গেলেও তার বাজারদর কম থাকায় তা রিসাইকেল করা হয় না।গবেষণা---সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার' সাময়িকীতে। গবেষকেরা বলেছেন, সবচেয়ে পরিচিত প্লাস্টিক পলি (ইথিলিন টেরেফথ্যালেট) বা পিইটি তাপ দিলে বা রিসাইকেল করতে গেলে এর অধিকাংশ রাসায়নিক কার্যকারিতা হারায়। নতুন উপাদান তৈরি করতে গেলে বর্জ্য বাড়তে থাকে।

নতুন উদ্ভাবিত এনজাইমটি ১০ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ডি-পলিমারাইজেশন সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ, এটি পলিমার বা বড় আকারের জটিল কণাকে ক্ষুদ্র কণায় রূপান্তর করতে পারে এক দিনেরও কম সময়ে। এটি জৈব ডিপলিমারাইজড প্লাস্টিকে রূপ নেয়, যা প্লাস্টিক বোতলের মতো প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কো-এনজাইম সংশ্লেষিত হতে পারে, সংস্থাগুলো আরও সাশ্রয়ী পুনর্ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো তৈরি করতে পারে। এতে কম খরচে রিসাইকেল করা প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

কারবায়োস সাধারণভাবে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ফিল্ম সমস্যার সমাধান করতে শুরু করেছে।

ইউরোপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট বেঁধে 'কারবায়োলিস' নামে গত বছরে প্লাস্টিক কম্পোট করে দেখিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, প্লাস্টিক ফিল্ম ও একবার ব্যবহৃত ব্যাগ সমস্যার সমাধান করা।

কারবায়োসের কর্মকর্তারা বলেন, 'আমাদের এই উদ্ভাবনের লক্ষ্য হচ্ছে বাজার উপযোগী অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, যা একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবেশবান্ধব। এটা প্লাস্টিক ও টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।'

আগামী এক বছর বড় অনুষ্ঠান করবে না ফেসবুক

ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এ বছরের গ্রীষ্মকাল ধরে ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া আগামী বছরের জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত কোনো বড় অনুষ্ঠান ফেসবুক আয়োজন করবে না।জাকারবার্গ ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেছেন, অধিকাংশ ফেসবুক কর্মী ভাগ্যবান যে তারা বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা এটাকে দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। আমরা মনে করছি এতে করোনা বিস্তার ঠেকানো যাবে এবং আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ থাকবে। আমরা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারব।জাকারবার্গের ঘোষণা অনুযায়ী, ফেসবুকের কর্মীরা মে মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়িতে বসে কাজ করবেন। এ ছাড়া চলতি বছরের জুন মাসের আগে কোনো ব্যবসায়িক ভ্রমণ অনুমোদন করবে না ফেসবুক।জাকারবার্গ লিখেছেন, 'আমরা জানি যে, আমাদের বেশির ভাগ কর্মী যত সহজেই বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন অধিকাংশ মানুষ তা পারেন না। লকডাউন পরিস্থিতি থেকে যখন আবার সমাজ খুলতে শুরু করবে তখন তা ধীরে ধীরে খুলতে হবে। যাতে কাজে ফিরে আসা লোকজন নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা কমে।ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৫০ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয় এমন কোনো অনুষ্ঠান আগামী বছরের জুনের আগে আয়োজন করা হবে না। এর বদলে ভার্চুয়াল মিটিং হবে।করোনাভাইরাস মহামারিতে কর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এটা হালনাগাদ ঘোষণা। দুই মাস আগে ফেসবুক তাদের বার্ষিক ডেভেলপার সম্মেলন 'এফ ৮' বাতিল করেছে। এ ছাড়া অধিকাংশ কর্মীদের বাড়ি থেকে অফিসের পাশাপাশি এক হাজার ডলার বোনাস, পোর্টাল ভিডিও কলিং ডিভাইস দিয়েছে।

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্ক্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন।

৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন।

৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন।

সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

তরুণদের জন্য 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় সংকট মোকাবিলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে 'কল ফর নেশন' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে এই হ্যাকাথন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, 'আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান তরুণ আছে। তাদের কেউ কেউ বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। করোনাভাইরাসের ফলে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তরুণদের উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব দিয়েই এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। কল ফর নেশন প্লাটফর্মে তাদের কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

জানা গেছে, অনলাইন হ্যাকাথনে সর্বমোট ৬টি বিষয় নিয়ে কাজ করা যাবে। বিষয়গুলো হচ্ছেস্যোশিও ইকোনোমিক্যালি ডিজঅ্যাডভানটেজ পিপল, বিজনেস অপারেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন, হেলথ কেয়ার ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন, মেন্টাল হেলথ ও আদারস। এর মধ্যে 'আদারস' ক্যাটাগরিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট হওয়া যেকোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সমস্যা সমাধানে তরুণদের কাছ থেকে উদ্ভাবনীমূলক ধারণা, প্রকল্প, পরিকল্পনা প্রভৃতি চাওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত ১০টি উদ্ভাবনকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সিড ফান্ড, কাঁচামালের জোগান বা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

থেকে হ্যাকাথন সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম কানুন জানা ও নিবন্ধন করা যাবে। অংশগ্রহণকারী এককভাবে বা দলগত ভাবেও হ্যাকাথনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। উদ্ভাবনীর প্রোটোটাইপসহ ২০ এপ্রিলের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প জমা দিতে হবে।

উচ্চ ক্ষমতার সোলার সেল আবিষ্কার, বিদ্যুতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

দেশে দেশে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু যে সোলার সেল বা সৌরকোষের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়, তার কার্যক্ষমতা এত দিন অনেক কম ছিল। এখন আরও বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেল তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল তার অসাধারণ কার্যক্ষমতার জন্য বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। গুড নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির (এনআরইএল) বিজ্ঞানীরা নতুন অধিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এই সোলার সেল তৈরি করেছেন। এই সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

আগে গড়পড়তা সোলার সেলের কার্যক্ষমতার হার সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল। এর অর্থ হলো, আগে সোলার সেল বা সৌরকোষ শোষিত সৌরশক্তির সামান্য অংশকে বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারত। এখন এই ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

নতুন আবিষ্কৃত ছয়টি সক্রিয় ফটো অ্যাকটিভ স্তরের (সিক্স জংশন) সোলার সেলের কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। এই সোলার সেলের রূপান্তর ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড।

গবেষণা প্রকল্পের মুখ্য বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক জন গেইজ বলেন, নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল সত্যিই অসাধারণ কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করছে।

প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের সহলেখক রায়ান ফ্রান্স বলেন, তাঁদের আবিষ্কৃত সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। আর এই লক্ষ্য অর্জন করা খুবই সম্ভব।তবে মৌলিক সীমাবদ্ধতার কারণে ১০০ শতাংশ কার্যক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে না বলে জানান রায়ান ফ্রান্স।

বিজ্ঞানী জন গেইজ জানান, তাঁরা সোলার সেলের উৎপাদন খরচ কমানোর বিষয়ে কাজ করছেন। সেটা করা গেলে উচ্চ কার্যক্ষমতার সোলার সেলের ডিভাইসের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এটা হলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিরাট পরিবর্তনের আসবে, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। কারণ, এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও কমানো সম্ভব হবে।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

অনাস্থা সভাতেই মিতা নাথের উপর পূর্ণ আস্থার ব্যতিক্রম নিদর্শন কুশিয়ারকুল জিপিতে, নাটকীয় অভিযোগের নিরসন

কাটিগড়া (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : অনাস্থা সভাতেই যেন মিতা নাথের উপর পূর্ণ আস্থার ব্যতিক্রম নিদর্শন রেখেছে কুশিয়ারকুল গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)। দীর্ঘদিনের ঠাণ্ডা লড়াই, যাবতীয় নাটকের অবসান ঘটেছে কুশিয়ারকুল জিপিতে। কাছাড় জেলার কালাইন উন্নয়ন খণ্ডের সীমান্তবর্তী কুশিয়ারকুল জিপিতে গ্রামোন্নয়নের কাজকর্ম নিয়ে সভানেত্রী মিতা নাথের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরগরম করে তোলা হয়েছিল গোটা এলাকা। অভিযোগ একটাই, জিপি সভানেত্রী মিতা নাথ নাকি সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, জেলাপরিষদ সদস্যা লাভলি চক্রবর্তী ও কালাইনের জনৈক বিজেপি নেতার বাড়িতে দফায় দফায় সভা হয়েছে। কোনও অবস্থাতেই অভিযোগকারী সদস্যদের শান্ত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। আলোচনাসভা, অনাস্থা সভা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাকতালিয়ভাবে তাৎক্ষণিক সব অভিযোগের সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় একই ইস্যু নিয়ে হইচই শুরু হয়। কুশিয়ারকুল জিপি-র একাংশ সদস্যে এমন অভিযোগের পেছনে অবশ্য দুষ্টচক্রের প্ররোচনাই কাজ করছে যে তার চিত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার। জিপি সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা ও অপসারণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সভার আয়োজন করা হলে অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১৮০ ডিগ্রি সরে দাঁড়ান অভিযোগকারী সদস্যরা।

এভাবেই সাত সদস্যের স্বাক্ষরিত এক অভিযোগনামার প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত আইনের নিয়মানুসারে শুক্রবার জিপি অফিসে ১১টায় অনাস্থা সভার আহ্বান করেন সচিব সামসুল হক লস্কর। শুধুমাত্র পাঁচজন সদস্য উপস্থিত হন যথাসময়ে। ১২টা ১০ মিনিটে অভিযোগকারীর মধ্যে একজন আসে। এভাবে অনেক দেরিতে বাকি সদস্যরা উপস্থিত হলেও যেন তাঁদের তেমন কোনও অভিযোগ নেই। এই অনাস্থা সভাতেই যাবতীয় অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন খোদ অভিযোগকারী ব্যক্তিরাই। তাঁরা অনাস্থা সভার প্রসিডিং খাতায় স্বাক্ষর করেননি। যদিও ১০ জন গ্রুপ সদস্যের মধ্যে পাঁচজন মিতা নাথের সমর্থনে স্বাক্ষর করেছেন খাতায়। কিন্তু বাকি পাঁচজন অনাস্থা প্রসঙ্গে খাতায় স্বাক্ষর না করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই।

তা হলে কেন এত দৌঁড়ঝাপ, কেন-ই বা লিখিত অভিযোগ দাখিল করলেন? সভা চলাকালীন জিপি সচিব সামসুল হক লস্করের এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি অভিযোগকারী পাঁচ সদস্য। সচিব লস্কর গোটা চিত্রপট বিডিও নন্দকুমার গোয়ালাকে জানান। পঞ্চায়েত আইনের নিয়মানুযায়ী বিডিও গোয়ালার নির্দেশে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ করে দেন সচিব সামসুল সক লস্কর।

আসলে জিপি সভানেত্রীর বিরুদ্ধে যথার্থভাবে কোনও অভিযোগই নেই সদস্যদের। অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জিপি সচিব ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু করতেই কার্যত সরে দাঁড়ান অভিযোগকারীরা। সোজা কথায়, অনাস্থা সভায় উপস্থিতির খাতায় স্বাক্ষর করতে প্রবল অনীহা ব্যক্ত করেন সদস্যরা। তাতে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেছে, জিপি সভানেত্রী মিতা নাথের বিরুদ্ধে আদৌ তাঁদের কোনও অসন্তুষ্টি নেই। নেহাৎ আড়াল থেকে কোনও স্বার্থান্বেষী চক্রের প্ররোচনাতেই সহজ সরল পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে। এমন ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুক্রবারের অনাস্থা সভায়। পরিস্থিতি এমনটাই ছিল যে, জিপি সভানেত্রীর বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগ নাকচ করে দিলেন খোদ অভিযোগকারী সদস্যরাই।

সীমান্তবর্তী কুশিয়ারকুল জিপির উন্নয়নমূলক কাজে থাবা বসানোর অভিসন্ধিতে আড়াল থেকে একটি দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারের মহিলা হিসেবে সমগ্র এলাকার জনমানসে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে জিপি সভানেত্রী মিতা নাথের। সর্বশ্রেণির মানুষ ও মহিলাদের কাছে আলাদা বিশেষ ভরসার স্থল মিতা নাথ। যার দরুণ কুশিয়ারকুল জিপিতে বিপুল ভোট পেয়ে দু-দুবার জিপি সভানেত্রী পদে বিজয়ী হয়েছেন তিনি।

কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন পর পর তাঁর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত করা হয়। যা স্থানীয় জনমনে হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অভিযোগপত্রে সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ নয়ছয়ের তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ের উল্লেখ থাকে না।এ ব্যাপারে জিপি সচিব সামসুল হক জানান, গত ১০ আগস্ট উপসভাপতি সহ মোট সাতজন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক অভিযোগপত্র তাঁর (সচিব) বাড়িতে নিয়ে যান অভিযোগকারীরা। অভিযোগের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হয়েছিল জেলাশাসক, জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, কালাইনের বিডিও-র কাছে। তাঁদের একই দাবি, অসম পঞ্চায়েত আইনের ১৫ নম্বর ধারা অনুসারে সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে পদ থেকে মিতা নাথকে অপসারণের ব্যবস্থা করা। সচিব সামসুল হক অসুস্থ এবং তাঁর মা মারা যাওয়ার জন্য তিনিও তাৎক্ষণিক কোনও সভার আহ্বান করতে পারেন নি। তবে এ ধরনের সমস্যায় পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক ১৫ দিনের মধ্যে অনাস্থা সভার আয়োজন করার নিয়ম।সেই হিসেবে শুক্রবার ২১ আগস্ট সভার আয়োজন করেন সচিব। কিন্তু আয়োজিত অনাস্থা সভায় ভোটাভুটির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান প্রত্যেক অভিযোগকারী সদস্যরা। ফলে স্বাভাবিকভাবে পঞ্চায়েত নিয়মানুসারে এবং বিডিও নন্দকুমার গোয়ালার পরামর্শক্রমে সভার কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় বলে জানান সচিব সামসুল। এদিনের সভার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা, উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য গঠিত নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্যদের সঙ্গে মসৃণ যোগাযোগের খামতির বিষয়টি গ্রুপ সদস্যদের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

গুয়াহাটিতে আবারও চিতাবাঘের হামলা হত শিশু, বন দফতর বসালো খাঁচা

গুয়াহাটি, ২২ আগস্ট (হি.স.) : রাজধানী গুয়াহাটির মালিগাঁও এলাকায় গোশালার আদিংগিরি পাহাড়ে শুক্রবার রাতে একটি শিশু চিতাবাঘের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় শিবম কুমার (৬) নামে ওই শিশুটি ঘরের বাইরে খেলছিল। হঠাৎ বাড়ির পেছনের জঙ্গল থেকে একটি প্রকাণ্ড চিতা বেরিয়ে এসে শিবমের ঘাড়ে কামড়ে ধরে তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে সময়ে বাচ্চাটির মা সামনে দাঁড়িয়ে অন্য মহিলাদের সাথে গল্প করছিলেন। ছেলেকে চোখের সামনে বাঘ টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেও চিৎকার করে ওঠেন তিনি। সাথে সাথে অন্য মহিলা ও আশপাশের মানুষ বেরিয়ে আসেন। চিৎকার শুনে বাঘটি শিবমকে ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়।

মাথায় ও ঘাড়ে চিতার কামড়ে গুরুতরভাবে আহত শিবমের রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালিগাঁওয়ের বেসরকারি সঞ্জীবনী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা বলেন, বাঘের কামড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল শিবমের।

শিবমের মৃত্যুর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকা মায় গোটা গুয়াহাটিতে শোকগ্রস্ত হয়ে গেছে। এর আগে আরও কয়েকবার এই এলাকার মানুষের ওপর হামলা করেছে বাঘ। কিন্তু এভাবে কাউকে টেনে নিয়ে যায়নি। অনেকে মনে করছেন, বাঘের মুখে মানুষের রক্ত লাগায় বাঘটি নরখাদকে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

উল্লেখ্য, আদিংগিরি পাহাড়ে বেশ কয়েকটি চিতা বাঘ রয়েছে। সময় সময় তারা বেরিয়ে জনবসতি এলাকা থেকে মুরগি, কুকুর, হাঁস ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ওপর এভাবে আক্রমণের ঘটনা এই প্রথম।

এদিকে ঘটনার পর জালুকবাড়ি থানার পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ছয় বছর বয়সের শিশু শিবমের মৃতদেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে থানায় একটি ডায়েরি করেছে।

শুক্রবার রাতে বাঘের আক্রমণে শিশুমৃত্যুর পর আজ শনিবার সকালেই বন বিভাগের আধিকারিক কর্মচারীরা এসে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে একটি বিশাল খাঁচা বসিয়েছে বাঘটিকে ধরার জন্য। এলাকার বাসিন্দারা এ ঘটনায় তাদের বাড়িঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ক্রমাগত পাহাড়, বন ধ্বংস করে মানুষ পাহাড়ে বসতবাড়ি বানানোর ফলে বন্য জীবজন্তুর বাসস্থান ও খাদ্য সংকটে পড়েছে। বাঘেরা তাই খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসে। কেবল বাঘই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বুনো হাতির দলও লোকালয়ে এসে হামলা তাণ্ডব চালায়। মানুষ মারে, বাড়িঘর ভেঙে তছনছ করে, খেতের ফসল নষ্ট করে।

স্বেচ্ছায় প্লাজমা দান বিএসএফের ১৩১ ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের

শিলচর (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : স্বেচ্ছায় প্লাজমা দান করলেন বিএসএফের ১৩১ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। বিএসএফের মিজোরাম অ্যাণ্ড কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের ১৩১ নম্বর ব্যাটালিয়নের চার জওয়ান গত ১৪ জুলাই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসার পর তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন ২৩ জুলাই। ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্যে বিএসএফ-এর ওই জওয়ানরা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় প্লাজমা দান করেছেন।

প্লাজমা দানকারী জওয়ানরা

ছয়ের পাতায়

শিলচরের হোটেলে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী বিএসএফ অফিসার

শিলচর (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরে নিউ ময়ূর হোটেলের রুমে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন বিএসএফের জনৈক অফিসার। শনিবার দুপুরের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় কাছাড় পুলিশ বিএসএফের এই অফিসারের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। আত্মঘাতী বিএসএফ অফিসারকে ১৩১ ব্যাটালিয়নের রবি কুমার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

শিলচর সদর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা যুব বিএসএফ অফিসার শুক্রবার শিলচর আসেন। এখানে আসার পর কুম্ভিরগ্রাম বিমান বন্দরে রবি কুমারের কোভিড টেস্ট করা হয়। রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। কুম্ভিরগ্রাম থেকে শিলচর শহরে এসে ওই বিএসএফ অফিসার নিউ ময়ূর হোটেলের ৩০৫ নম্বর কক্ষে সরকারিভাবে একান্তবাসে পাঠানো হয়। এই কক্ষেই শনিবার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

এদিকে হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকালে একবার চায়ের জন্য নীচে নেমেছিলেন ওই অফিসার। তার পর সকালের খাবার দিতে গেলে তিনি রুমের ভিতর থেকে খাবেন না বলে জানান। পরবর্তীতে দুপুরের খাবার দিতে গিয়ে অনেক হাঁকাহাঁকি করা হয়। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় দরজা ভেঙে প্রত্যক্ষদর্শীদের চক্ষু চড়কগাছ। তারা দেখেন রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন বিএসএফ অফিসার রবি কুমার।

সঙ্গে সঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষ সদর থানার পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ হোটেলে ছুটে আসে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিএসএফ অফিসার রবি কুমারের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে লুংলেইয়ে বর্ডার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার পরিদর্শনের কথা ছিল।

পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে ধারণা, পারিবারিক কলহের জেরেই এই যুবা বিএসএফ অফিসার রবি কুমার আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

এদিকে আজ দুপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শিলচর সদর থানার পুলিশ রবি কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে জানা গিয়েছে, ময়না তদন্তের আগে আবার তাঁর দেহের কোভিড-১৯ পরীক্ষা হবে।

আসন্ন শিক্ষক দিবস নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ের পাহাড়ি নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর খনন নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, দেখা দিয়েছে জল সংকট

হাফলং (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার পাহাড়ি নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর খননের জেরে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার পথে। অথচ জেলার পাহাড়ি নদীগুলি থেকে অবৈধ ভাবে পাথর সংগ্রহ করে বাইরে পাচার অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ, মণিপুরগামী রেলওয়ের ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই ব্রডগেজ সম্প্রাসরণ কাজের জন্য ডিমা হাসাও জেলা থেকে বিনা বাধায় পাথর তুলে নিয়ে কাজে লাগানো হচ্ছে।

অভিযোগ মতে, জাটিঙ্গা নদী, দিয়ুং নদী থেকে দিনের পর দিন অবৈধ ভাবে পাথর খননের জেরে ডিমা হাসাও জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পরিবেশপ্রেমিরা বলছেন, এর দরুন ডিমা হাসাও জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে আসছে। আর এমনটা হওয়ার দরুন ডিমা হাসাও জেলার ক্রমশ জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

তাঁদের বক্তব্য, গোটা পাহাড়ি জেলার পানীয় জলের উৎস স্থল হচ্ছে এ সব পাহাড়ি নদী। কিন্তু পাহাড়ি নদী থেকে এভাবে অবাধে পাথর খনন অব্যাহত থাকায় হাফলং সহ তার আশপাশ এলাকার গ্রামগুলিতে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কারণ পাথর খননের ফলে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়ার দরুন জলের উৎস স্থলগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই ডিমা হাসাও জেলায় পাহাড়ি নদীগুলিতে অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন দল সংগঠন সহ সাধারণ মানুষ।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাটিঙ্গা ও দিয়ুং নদীর পাশে এভাবে অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করার দাবিতে জাটিঙ্গার পার্শবর্তী সাতটি গ্রামের মানুষ প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছেন। সেভ দিয়ুং রিভার, অবৈধ পাথর খনন বন্ধ করো ইত্যাদি

ছয়ের পাতায়

শনিবার কংগ্রেসের এসসি মোর্চার কর্মকর্তারা ডিএম অফিসে স্মারক পত্র প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ডিব্রুগড়ে পুলিশি অভিযানে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ড্রাগস পাচারকারী

ডিব্রুগড় (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড়ে পুলিশের অভিযানে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার হয়েছে জনৈক ড্রাগস পাচারকারী। ধৃতের নাম ইউনুস খান। তার হেফাজত থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ডিব্রুগড়ের পুলিশ সুপার শ্রীজিৎ টি শনিবার এই খবর দিযে জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সদর থানার ওসি রাজীব শইকিয়ার নেতৃত্বে কালিবাড়ি এলাকায় ইউনুস খানের আবাসে অভিযান চালানো হয়েছিল। তার বাড়ির গোপন স্থানে তালাশি চালিয়ে সন্দেহজনক ৩০০ গ্রাম সন্দেহজনক ব্রাউন সুগারগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারগুলি গুয়াহাটিতে ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানান পুলিশ সুপার শ্রীজিৎ।

তিনি জানান, ধৃত ইউনুস খানের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা বলে মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর প্রচুর সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও

হাফলং (অসম), ২২ আগস্ট (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও জেলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পাহাড়ি জেলায় রয়েছে বহু আকর্ষণীয় পর্যটন স্থল। বর্তমানে এই পাহাড়ি জেলাকে অসমের মধ্যে এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার তথা পর্যটন নিগম এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ সব ধরনের প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে ডিমা হাসাও জেলার জাটিঙ্গা একটি বিখ্যাত নাম। জাটিঙ্গা এই জন্যই বিখ্যাত কারণ সেপ্টেম্বর থেকে এখানে দেশ বিদেশের পরিযায়ী পাখি আসতে শুরু করে। সবাই জানে, ওই সময় পাখিরা জাটিঙ্গায় এসে আত্মহত্যা করে। কিন্তু আসলে জাটিঙ্গায় কখনও আত্মহত্যা করেনি পাখি। কেননা, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত অমাবস্যার রাতে ঝিরঝির বৃষ্টি আর ঘন কুয়াশার মধ্যে দেশ বিদেশের পরিযায়ী পাখিরা জাটিঙ্গার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর রশ্মিতে আকর্ষিত হয়ে মাটিতে নেমে আসে। পাখিরা যে সময় আলোর রশ্মির টানে নীচে নেমে আসে তখন বিভিন্ন স্থানে যেমন গাছ বা রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী গাড়ি এবং মানুষের বাড়ির ছাদে বা পাঁচিলে আঘাত পেয়ে পড়ে যায়। ফলে আর উড়ে যেতে পারে না। এভাবেই পরিযায়ী পাখিদের মৃত্যু হয় বলে বিশেষজ্ঞদের নিশ্চিত ধারণা। ফলে সাম্প্রতিককালে পাখি আসার সময় জাটিঙ্গায় বেশি আলো জ্বালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের পক্ষ থেকে।

জাটিঙ্গা ছাড়া জেলা সদর হাফলং থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরবর্তী উমরাংসোও দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্য এক পরিচিত নাম। উমরাংসোতে নয়নজুড়ানো পানিমুর জলপ্রপাত এবং তিংবুং গ্রামের গলফ কোর্স ও কপিলি হ্রদ রয়েছে। তাছাড়া উমরাংসোতে অক্টোবর নভেম্বর থেকে আসতে শুরু করে সাইবেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমুর ফ্যালকন পাখি। বলিউডের দৌলতে উমরাংসো এখন গোটা দেশ বিদেশের কাছে বিশেষ করে পরিচিত হয়েছে, কারণ পানিমুরে "রেঙ্গুন" ছবি শুটিং হয়েছে। এর পর থেকে উমরাংসোতে পর্যটকদের আসা-যাওয়া বেড়ে গেছে। সম্প্রতি উমরাংসোতে নতুন আবিষ্কার হয়েছে দিসরু জলপ্রপাত। এ ধরনের বহু জলপ্রপাত রয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। সেগুলোর জরিপ চালিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থ পর্যটন দফতর।

এমতাবস্থায় পর্যটক টানতে প্রতিবছর উমরাংসোতে ফ্যালকন উৎসব ও জাটিঙ্গায় জাটিঙ্গা উৎসবের আয়োজন করে আসছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ।

অতি সম্প্রতি ডিমা হাসাও জেলার পর্যটন মানচিত্রে নতুন সংযোজন মাইবাং দেদাওদ্বীপ জলপ্রপাত। অতি মনোরম দেদাওদ্বীপ জলপ্রপাত। তাছাড়া, মাইবাঙের এক পাথরের ঘর, ডিমাসা রাজার রাজবাড়িও এক বৃহৎ পর্যটন স্থল।

প্রতিবছর শীতের মরশুমে প্রচুর পর্যটক ভিড় করেন ডিমা হাসাও জেলায়। কারণ এই পাহাড়ি জেলার নৈসর্গিক দৃশ্য পর্যটকদের মন সব সময়ই আকর্ষিত করে তুলে। তবে যাবতীয় সম্ভাবনা সংবলিত ডিমা হাসাও জেলাকে রাজ্য সরকার এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অসমের এই অন্যতম পাহাড়ি জেলায় এক সময় সারা বছর দেশ ও বিদেশের মানুষ ভিড় জমাবেন।

জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনিত হলেন দুর্গাপুর নেপালী পাড়া হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কলিমুল হক

দুর্গাপুর, ২২ আগষ্ট(হি.স.): জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনিত হলেন দুর্গাপুরের শিক্ষক কলিমুল হক। শুক্রবার রাত্রে তার নাম মনোনিত হওয়ার বার্তাটা আসে। জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনিত হওয়ায় খুশীর হাওয়া কলিমুলবাবুর স্কুল তথা শিল্পশহর জুড়ে।

দুর্গাপুর নেপালী পাড়া হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ কলিমুল হক। এবারের জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনিত করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। শুক্রবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক থেকে জাতীয় পুরস্কার প্রাপক শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়। ওই তালিকায় সারা দেশ থেকে মোট ১৫৩ জন প্রধান শিক্ষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিলো। ওই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুজন জায়গা পেয়েছেন। কলিমুল হক সহ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিশা ঘোষাল জাতীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

অতীতে ডঃ কলিমুল হক একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। এমনকি তাঁর স্কুল নেপালীপাড়া হিন্দি হাইস্কুলও একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। ২০১০ সালে কলিমুলবাবু ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তারপর থেকে স্কুলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পঠনপাঠনের ওপর গুরুত্ব দেন। ২০১৭ সালে তাঁর স্কুল শিশুমিত্র পুরস্কার পায়। রাজ্য সরকার পড়ুয়াদের শিক্ষা, মিড- ডে মিল ও স্কুল পরিচ্ছন্নতা-সহ একাধিক ভাবে বিবেচনা করে এই পুরস্কার দিয়েছে। নেপালী পাড়া হিন্দি হাইস্কুল রাজ্যের সেরা স্কুল হিসাবে যামিনী রায় পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও কলিমুলবাবু দুর্গাপুর নগর নিগম থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। এছাড়াও জেলার সেরা প্রধানশিক্ষককের পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর দেশের সেরা সম্মানের জন্য মনোনিত হয়েছেন।

এদিন কলিমুলবাবু জানান,'কর্মক্ষেত্রে প্রতিকুলতা থাকবে। তার মধ্যে সাফল্য আনতে হবে। আজকের এই সম্মানের জন্য মা-বাবা, পরিবারের সকলের অবদান রয়েছেন। একই সঙ্গে স্কুলের সহকর্মী, পড়ুয়াদের অবদান রয়েছে। সাফল্যের জন্য প্রেরনা রয়েছে দুর্গাপুরের প্রাক্তন মহানাগরিক তথাপ্রাক্তন বিধায়ক অপুর্ব মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের প্রাক্তন মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা মহাশয়ের।' কলিমুলবাবুর জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনিত হওয়ায় গর্বিত তাঁর স্কুল ও দুর্গাপুর শিল্পশহর।'

এবার 'সুফল বাংলা'র স্টলেই সস্তায় মিলবে ইলিশ

কলকাতা, ২২ আগস্ট (হি.স.): ভোজনরসিক বাঙালিকে সুখবরও দিল রাজ্য সরকার। এবার "সুফল বাংলা"র স্টলেই মিলবে রুপোলি শস্য। জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে একপ্রস্থ পরিকল্পনাও করেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের কৃষি ও উৎপাদক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি স্টলেই যাতে ইলিশ বিক্রি করা সম্ভব হয়, সে চেষ্টাই করা হচ্ছে।

মূলত গ্রামবাংলার কৃষকদের থেকে সরাসরি সবজি, মাছ কিনে এই স্টলগুলিতে বিক্রি করা হয়। সরকারের দাবি, তার ফলে বাজারের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে সবজি বিক্রি করা হয়। এছাড়াও প্রতিটি স্টলেই দামের তালিকা এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের জিনিসপত্র ওজন করা হয়। করোনা আবহে হিট "সুফল বাংলা". নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা পরিস্থিতির আগে রোজ গড়ে ৬-৭ লক্ষ টাকার সবজি "সুফল বাংলা"র স্টল থেকে বিক্রি হত। কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-২১ লক্ষ টাকা। লকডাউনের মধ্যে এই প্রকল্প ২৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের স্টলের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যে স্টলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এবার ওই স্টল থেকে মিলবে সস্তায় ইলিশও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে হাওড়া থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপিব

হাওড়া, ২২আগস্ট (হি. স.): বিজেপি করার অপরাধে মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে বিজেপি কর্মীদের। এহেন অভিযোগ তুলে পাশাপাশি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে এই দাবিতে শনিবার হাওড়া থানা ঘেরাও করার কর্মসূচি নেয় রাজ্য বিজেপি। তবে এদিন থানা পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ সেই মিছিল আটকে দেয়। এরপর মাঝ রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

শনিবার সকালে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সায়ন্তন বসু ও সুরজিৎ সাহা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতাদের নেতৃত্বে মিছিল হাওড়া থানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এদিন বিজেপির মূল দাবি ছিল বিজেপি নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের ফাঁসানো হচ্ছে এমনকি আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেলেও পুনরায় অন্যরকম মামলা তাদের নামে রুজু করা হচ্ছে। এই বিষয় গুলির প্রতিবাদে মূলত এদিন হাওড়া থানা ঘেরাও করার কর্মসূচির ডাক দেয় বিজেপি।

এই প্রসঙ্গে এদিন মিছিলের নেতৃত্বে থাকা সায়ন্তন বসু জানান, ' শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেলেও মিথ্যা মামলা দিয়ে পুনরায় তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আরও বলেন, 'প্রমোদ দুবেকে না ছাড়া হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলন হবে'। আগামী চার তারিখ হাওড়া প্রশাসনের দফতর ঘেরাও করার ডাক দেন তিনি।

এদিকে বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আঙ্গুল তোলেন। বলেন, 'একশ্রেণীর পুলিশ তৃণমূলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূলের কথায় বিজেপি কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাচ্ছে। রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। পুলিশের সন্ত্রাস বেড়ে চলেছে।'

এরপরই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'পুলিশদের বাড়িতেও ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমরা ক্ষমতায় আসার পর তাদের ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের কিছু বলতে আসবেন না'।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চার বছর ধরে লাগাতার ধর্ষন বান্ধবীকে

কলকাতা, ২২আগস্ট (হি. স.): ঠান্ডা পানীয় সাথে মাদক খাইয়ে বান্ধবীকে ধর্ষণ করেছিলেন এক যুবক। এরপর সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ফোনে তুলে রেখে দিনের পর দিন ব্ল্যাকমেইল করে চলছে ধর্ষণ। শেষ পর্যন্ত তা গড়িয়েছিল লক্ষাধিক টাকা চাওয়ার পর্যায়। অবশেষে এই চাপ সহ্য করতে না পেরে চার বছর পর স্বামীর সাহায্যে পুলিশের দ্বারস্থ হল নির্যাতিতা। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর চারেক আগে ছোটবেলার এক বান্ধবীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান উত্তর কলকাতার চণ্ডী ঘোষ রোডের বাসিন্দা অভিযুক্ত যুবক। ছোটবেলার বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে তার বাড়িতে যান নির্যাতিতা যুবতী। ঘটনার সূত্রপাত এখানেই। এরপর নিজের বাড়িতে ঠান্ডা পানির সঙ্গে মাদক মিশিয়ে ওই যুবতীকে খাওয়ান অভিযুক্ত। যুবতী হুঁশ হারালে তাকে ধর্ষণ করে যুবক বন্ধুটি। একই সঙ্গে নিজের ফোনে তুলে রাখে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি। এর পরেই একাধিকবার ওই বিবাহিত যুবতীকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেখিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। এমনকি ব্ল্যাকমেল করে দু লক্ষ দশ হাজার টাকা চায় অভিযুক্ত যুবক।এদিকে লোকলজ্জার ভয়ে মুখ বুজে পুরো বিষয়টি সহ্য করতে থাকে ওই যুবতী। কিন্তু সম্প্রতি স্ত্রীর ফোনে সন্দেহজনক কিছু মেসেজ দেখে স্ত্রীকে পুরো বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করেন যুবতীর স্বামী।

হস্ত শিল্পের সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সুবিধাভোগীদের মধ্যে। শনিবার আগরতলার কাছে গান্ধীগ্রামে ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে একটি ক্লাস্টার সেন্টার গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে হস্তশিল্পের সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস, নেডফির ব্রাঞ্চ মেনেজার এন চৌধুরী প্রমুখ। এদিন ৫০ জনকে এই কিট প্রদান করা হয়েছে। মূলত ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

যোল দফা দাবীতে আন্দোলন করবে বাঙালী কৃষক সমাজ ও শ্রমজীবী সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বাঙালী কৃষক ও শ্রমজীবী সমাজের পক্ষ থেকে যোল দফা দাবীতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার আগরতলায় আমরা বাঙালী দলের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন বাঙালী কর্ষক সমাজের সচিব বিমল দাস এবং বাঙালী শ্রমজীবী সমাদের সচিব দুলাল ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা দাবীগুলি উল্লেখ করেছেন। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষকদের উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে সরকারকে। ব্লকে ব্লকে হিমঘর এবং সমস্ত জমি সেচের আওতায় আনা। সর্বক্ষেত্রে কৃষক শিল্পে মর্যাদা দিতে হবে। করেহানা সংক্রমণ চলা সময়ে আগামী ছয় মাস প্রতিটি দুস্থ তথা গরীব কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারকে মাসে আট হাজার টাকা করে সরকারী সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

জওয়ানদের

পাচের পাতার পর

যথাক্রমে মুরলীধর সাইনি (এইচসি/আরও), চন্দন কুমার (এইচসি/আরও), নরেন্দর কুমার (এইচসি/আরও) এবং জৈসরাজ সিং (সিটি)। সীমান্ত প্রহরার মাধ্যমে দেশকে সুরক্ষিত রাখার মহৎ কাজের পাশাপাশি বর্তমান করোনা অতিমারির দুর্যোগকালেও অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের রক্তের প্লাজমা দান করে প্রশংসা কুঁড়িয়েছেন ওই সব বিএসএফ জওয়ানরা।

তাঁদের এই মহৎ কাজের প্রশংসা করে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শংসাপত্র প্রদান করেছেন অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

জল সংকট

পাচের পাতার পর

প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করে এল সিংসন বলেন, দিয়ুং নদী থেকে অবৈধ পাথর খননের জেরে পাহাড়ি জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশের ওপরও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এমন-কি হাফলং সহ তার আশপাশ এলাকার গ্রামগুলি তীব্র জল সঙ্কটে ভুগছে। তাঁর ব্যাখ্যা, দিয়ুং নদী ওই সব গ্রামে জল সরবরাহের একমাত্র প্রধান উৎস। কিন্তু এভাবে পাথর খননের ফলে পানীয় জলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে হাফলং শহরেও। তাছাড়া দিয়ুং নদী ঘেঁষা গ্রামগুলিতে অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে।

এল সিংসন বলেন, দিয়ুং নদীতে এলএনটি নিয়ে প্রবেশে বন বিভাগের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও ওই নদী থেকে এলএনটি দিয়ে পাথর সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই এভাবে অবৈধ পাথর খনন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধান সচিবের কাছে এক স্মারকলিপিও প্রদান করেছেন তাঁরা, জানান এল সিংসন।

কোভিড পজিটিভ

তিনের পাতার পর

কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের মোট সংখ্যা ১ হাজার ৮৮১। করিমগঞ্জ জেলায় ব্যাপক হারে নমুনা সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। জেলা জনসংযোগ দফতরের এক বার্তায় এই খবর জানানো হয়েছে।

করোনায়

● প্রথম পাতার পর

আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ধলাই জেলায় ৬৭২ জন, গোমতি জেলায় ১,০০৪ জন, খোয়াই জেলায় ৫২১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৫৮ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১,২৬৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪০৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৩৬ জন এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১,৪৯৬ জন রয়েছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অবস্থান শীর্ষে। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মৃতের সংখ্যা ৩৩। এছাড়া, ধলাই জেলায় ২ জন, গোমতি জেলায় ১৪ জন, খোয়াই জেলায় ৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঊনকোটি জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে এখনও কারোর মৃত্যু হয়নি।

মুক্তি

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সমৃদ্ধি আগের চাইতে যাতে আরও বেশি হয় তার জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি গণেশ দেবতার কাছে। তাঁর দাবি, করোনার মোকোবিলা করে রাজ্যবাসী ত্রিপুরার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। স্বল্প সময়ে করোনা পরাস্ত করে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি রাজ্যবাসীর পক্ষে গণেশ দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই করেছি।গণপতি সামাজিক সংস্থার গণেশ চতুর্থীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী মোহেন ত্রিপুরা, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজীব কুমার

● প্রথম পাতার পর

তিনি। দিবাকর গুপ্তার জায়গায় আসিন হচ্ছেন অশোক লাভাসা। আবার ওই একইদিনে অশোক লাভাসার ইস্তফা দেওয়া জায়গায় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নেবেন ১৯৮৪ ব্যাচের ঝাড়খণ্ড ক্যাডারের আইএএস অফিসার রাজীব কুমার। এই নব নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন রাজীব কুমারের মেয়াদ কাল থাকছে ২০২৫ সাল অবধি। অর্থাৎ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে পারেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে যুক্ত করে মাত্র ৪ টি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে রাজীব কুমারের। তবে বর্তমানে ২০২৩ সালের ২৮ শে এপ্রিল অবধি পাবলিক এন্টাপ্রাইসেস সিলেকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। মেয়াদ কাল শেষ হবার পূর্বেই ভারতের নির্বাচন কমিশনের পদ লাভ করতে চলেছেন।

ত্রিপুরায়

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার জেলশাসকের চিঠি তিনি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে ওই চিঠি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন তিনি মিজোরাম সরকারের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেন, ফুলডুঙসেই গ্রামে ওই সীমানা নিয়ে মিজোরাম সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকারও এখন ওই সমস্যার সমাধানে নড়েচড়ে বসেছে। এ-বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, জম্পুই হিলস-এর ফুলডুঙসেই গ্রাম ত্রিপুরার অংশ। ফলে মিজোরামের অংশ হিসেবে কীভাবে দেখানো হচ্ছে, তা খোঁজ দিয়ে দেখবে তাঁর রাজস্ব দফতর। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে মিজোরাম সরকারের সাথে আলোচনা করার প্রক্রিয়া শুরু করবে ত্রিপুরা সরকার। শীঘ্রই ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে, বলেন তিনি। ইতিমধ্যে, মুখ্যসচিবকে সরাসরি বিষয়টি দেখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই সমস্ত কিছুর তদারকি করবেন বলে সচিবালয় সূত্রে খবর।

আরও সমৃদ্ধ

আটের পাতার পর

প্রবণতা গড়ে উঠেছে, তেমনই ব্যাঙ্কও ঋণগ্রহীতাদের কম সুদে টাকা দিতে পেরেছে।

সার্বজনীন ব্যাঙ্ক হিসাবে অনুমোদন পাওয়ার পর গোটা দেশে বন্ধন তার ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। গোটা দেশের মোট ৩৪ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৪৫৫৯টি ব্যাঙ্কিং আউটলেট ও ৪৮৫ টি এটিএম গড়ে তোলা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ বন্ধনের সমগ্র পোর্টফোলিওর ৬৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। তবে ক্ষুদ্র ঋণ ছাড়াও নতুন প্রোডাক্টও শুরু করেছে বন্ধনযেমন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য ঋণ, গোল্ড লোন এবং সাধ্যবিত্তদের জন্য গৃহঋণ (২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রুহ ফিনান্স বন্ধনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এর মাধ্যমেই গৃহ ঋণ দেওয়া হচ্ছে)।

এই পাঁচ বছরে বন্ধন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বিপুল সুযোগ তৈরি করেছে। এই মেয়াদে বন্ধনের কর্মী সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২ হাজার। ব্যাঙ্কে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি পরোক্ষেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে বন্ধন। বন্ধনের ১.১২ কোটি ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহক অন্তত একজন করে কর্মী নিয়োগ করেছে ধরে নিলে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা শুধু তাঁদের জীবিকা সুনিশ্চিত করেননি আরও ১.১২ কোটি মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিয়েছে।

বন্ধন ব্যাঙ্কের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ বলেন, "গত পাঁচ বছরে বন্ধন ব্যাঙ্ক লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মূলস্রোতে আনতে সফল হয়েছে। যাঁরা আগে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন বা তাঁদের সামনে সেই সুযোগ অপ্রতুল ছিল। এর ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে এবং তাঁরা আগের থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। বন্ধনের সমস্ত গ্রাহককে তাই আমি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁরা শুধু ঋণ নেওয়ার জন্য আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন তা নয়, জীবনের সঞ্চয় বিশ্বাস ও ভরসার সঙ্গে আমাদের কাছে রেখেছেন"।

আগামী দিনে দেশের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগকে সাহায্য করতে বন্ধন ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ, এই উদ্যোগগুলিই দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ তৈরি করবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মজবুতভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই আত্মনির্ভর এবং শক্তিশালী ভারতবর্ষ তৈরি হবে। শুধু তা নয়, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ছোট উদ্যোগে রূপান্তরিত করার জন্য উৎসাহ দেবে বন্ধন। যাতে তারা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে, পণ্য পরিষেবা কর ও আয়করের নিয়ম নীতি মেনে ব্যবসা করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের শ্রেণিতে উঠে আসতে পারে ও এ সব ক্ষেত্রের জন্য সরকারি নীতির সুবিধা পায়।

মানবসম্পদের বিকাশের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক নিষ্ঠাবান। কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানবসম্পদের বিকাশ বাঞ্ছনীয়। ব্যাঙ্কের সিএসআর এজেন্সি বন্ধন-কোন্নগরের মাধ্যমে তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং আর্থিক সাক্ষরতার প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গোটা দেশের ১২ টি রাজ্যের ১২, ৯০০ গ্রামের ২৫ লক্ষের বেশি মানুষ এই সব উদ্যোগের সুবিধা পেয়েছেন।

বন্ধনের মূল স্লোগান হলভাল আপনার, ভাল সবার। গত পাঁচ বছরে সার্বজনীন ব্যাঙ্ক হিসাবে বন্ধন যোল আনা এই দর্শন মেনে চলেছে এবং গ্রাহক তথা গোটা সমাজের সঙ্গে একটি দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে নিরলস ভাবে কাজ করেছে। আজ যখন বন্ধন ব্যাঙ্ক আগামীর পথে যাত্রা করছে, এটি ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি গুলির উপর ভর করে আরো বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

বৃদ্ধির সূচক:

গ্রাহক সংখ্যা ও আমানত বৃদ্ধি মূলত ব্যাংকের উপর মানুষের আস্থার পরিচয় দেয়। গ্রাহকসংখ্যা : ২.০৩ কোটি, মোট আমানত: ৬০,৬১০ কোটি, প্রদত্ত ঋণ: ৭৪,৩৩১ কোটি। (জুন ৩০, ২০২০ অবধি হিসেব অনুযায়ী)

মজবুত রিটেল ব্যবসা: কাসা অনুপাত ৩৭ু, মোট আমানতের মধ্যে রিটেলের পরিমান ৭৭.৭ু

খরচ ও আয়ের অনুপাত খুবই লাভজনক: ২৭.৯

বিগত ৫ বছরে ডিমনিটাইজেশন, সাইক্লোন ও বন্যা সত্ত্বেও ব্যাংকের অ্যাসেট এর গুণগত মান সমান ভাবে বজায় রাখা হয়েছে। মোট এনপিএ ১.৪৩ু এবং নেট এনপিএ ০.৪৮ু

ব্যাংকের মোট শাখার মধ্যে প্রায় ৭১ু আধা শহর ও গ্রামীণ এলাকায় খোলা হয়েছে যাতে এইসব জায়গার মানুষদের যথাযথ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া যায়

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে : ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পাওয়ার সময়ে যেখানে ১৩ হাজার কর্মী ছিল, এখন সেখানে ৪২ হাজার কর্মী কাজ করে।

কর্মসংস্থানের নতুন পদ্ধতির সূচনা করল অ্যাক্সিস ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংক লঞ্চ্ করল 'গিগা অপর্চুনিটিজ'। এটি বিকল্প 'ওয়ার্ক মডেলে'র একটি প্লাটফর্ম, যা অধিকতর 'ফ্লেক্সিবিলিটি', 'ডাইভার্সিটি' ও 'ইনক্লুসিভিটি'কে উৎসাহিত করবে। অ্যাক্সিস ব্যাংকের 'গিগা অপর্চুনিটিজ' আনা হয়েছে কাজের বাজারে বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টির জন্য।

'গিগা অপর্চুনিটিজ' বিভিন্ন ধরণের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে, যেমন ডিজিটাল ব্যাংকিং, টেকনোলজি, রিস্ক মডেলিং, ভার্চুয়াল সেলস, অডিট ও ক্রেডিট পলিসি। এগুলিই পাইলট অফারের প্রথম সেট হিসেবে আনা হচ্ছে। এইসব কাজ চিরাচরিত ফ্রিল্যান্স জব বা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর থেকেও বেশি কিছু। এই উদ্ভাবনী প্লাটফর্ম 'ওয়ার্ক ফ্রম এনিহোয়্যার'কে বাস্তব রূপ দেবে এবং সেইসঙ্গে স্কিলড স্পেশালিস্টদের নিশ্চয়তা দেবে 'ফ্লেক্সিবিলিটি' ও 'ইজ অফ অপারেশনস'-এর। এর ফলে ছোটো শহরগুলি-সহ দেশের সর্বত্র অনেক বেশিমাত্রায় মেধাসম্পন্নদের কাছে পৌঁছান সম্ভব হবে। একইসঙ্গে নিশ্চিত হবে যে ভারতের কোনও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি বাদ পড়বেন না এবং যেকোনও অঞ্চলের শিক্ষিত ও দক্ষতাসম্পন্ন যুবক-যবতীরা যেন উন্নতির সুযোগ পান। বিভিন্ন ধরণের মেধার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'ডাইভার্সিটি' ও 'ইনক্লুশন'ও উৎসাহিত হবে, সেইসঙ্গে এযাবৎকাল বঞ্চিত থাকা ব্যক্তিরাও সামনে আসতে পারবেন।

দিল্লিতে

● প্রথম পাতার পর

পর গ্রেফতার করা হয়েছে একজন আইসিস সন্ত্রাসীকে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আইইডি বিস্ফোরক। রিজ রোড এলাকায় বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কের কাছেই গ্রেফতার করা হয় ইসলামিক স্টেটের ওই সন্ত্রাসীকে। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে শনিবার সকাল থেকেই বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কের কাছে মোতায়েন করা হয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) কমান্ডদের। উদ্ধার হওয়া আইইডি বিস্ফোরক খতিয়ে দেখার পর এনএসজি এবং বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড সেই আইইডি নিষ্ক্রিয় করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই আইসিস সন্ত্রাসীর নাম আবু ইউসুফ খান। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে শুক্রবার রাতে ধৌলা কুয়া ও করোল বাগের মধ্যে আইসিস সদস্যের কিছু গতিবিধি রয়েছে। সেইমতো তৈরি ছিল পুলিশ। আগে থেকেই সেখানে জাল বিছিয়ে রাখে স্পেশাল সেল। সেই জালে পা দেয় আবু। তারপরেই শুরু হয় এনকাউন্টার। মোট ৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য পুলিশের জালে ধরা পড়ে সে। দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের ডেপুটি কমিশনার প্রমোদ কুশওয়াহ জানিয়েছেন, "কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পরে ওই আইসিস সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়। আবু একাই ছিল। লোন উল্ফ কায়দায় দিল্লিতে নাশকতার উদ্দেশ্য ছিল তার। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও প্রেসার কুকারের ভিতরে রাখা আইইডি উদ্ধার হয়েছে। এখনও আবুকে জেরা করাব হচ্ছে। দিল্লিতে এই কাজে তাকে কে সাহায্য করছিল, সেই খোঁজ করা হচ্ছে।"

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ওই সন্দেহভাজন নিজের একাধিক নাম ও ঠিকানা বলছে। তার বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ আইন এবং বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের খোরাসান প্রদেশের ইসলামিক স্টেট কমান্ডারদের সঙ্গে আবুর সম্পর্ক রয়েছে। ভারতে সন্ত্রাসী হামলার চালানোর ছক কষেছিল সে। তদন্তের স্বার্থে তাকে উত্তর প্রদেশের বলরামপুরে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্বাস্থ্যবিধি

● প্রথম পাতার পর

আরোপ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবে ফোরাম। তাছাড়া, নিজ নিজ এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিসর্জনে ত্রিপুরা সরকারের পরামর্শ চাওয়া হবে। সরকারের দেখানো পথেই প্রতিমা বিসর্জন করা হবে।

তিনি এদিন বলেন, আগরতলায় ১৮টি ক্লাব ওই ফোরামে যুক্ত হয়েছে। অন্যক্লাবগুলিকেও ফোরামের সদস্য হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সারা ত্রিপুরায় পূজা উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজন করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, দুর্গোৎসব-কে ঘিরে ফোরামের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। রাত্রি নয়টা থেকে কারফিউ সহ করোনা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবে ফোরাম।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

সরকার।

আজ সংসদ বিষয়ক ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সেপ্টেম্বরে বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। কোনও কোনও রাজ্যে অধিবেশন বিধানসভা ভবন চত্বরে না করে বাইরে নিম গাছের তলায় কিংবা খোলা আকাশের নীচে বসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, অসমে বিধানসভার ৫০ শতাংশ সদস্যদের নিয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা খুবই জরুরি। তাই হ্যারিটেজ পার্কে গ্যালারি পরিদর্শন করে এলাম। তিনি বলেন, ওই স্থানে বিধানসভা অধিবেশন আদৌ সম্ভব হবে, না-অন্য বিকল্প ভাবার প্রয়োজন, তা চূড়ান্ত করতে হবে।

আইনমন্ত্রীর কথায়, হ্যারিটেজ পার্কে গ্যালারিতে বিধানসভা অধিবেশন বসা সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে মাথার উপর ছাউনি এবং বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, কথা বলার জন্য কর্ডলেস মাইক রাখলেই যথেষ্ট। তাঁর মতে, ওই স্থানে সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে দেখবে বিধানসভা সচিবালয়। তাই গতকাল বিধানসভার সচিব ওই স্থান পরিদর্শন করে গেছেন। তিনি বলেন, বিধানসভায় বিজেপি-র ৩৬ জন, আইপিএফটি-র ৮ জন এবং সিপিএম-এর ১৬ জন সদস্য রয়েছেন। সে-ক্ষেত্রে অসমকে অনুসরণ করার বিষয়েও চিন্তাভাবনা চলছে। তবে, সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পারস্পরিক দূরত্ব এবং কোভিড-১৯-এর সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বিধানসভা অধিবেশনের আয়োজন করা হবে, বলেন তিনি।

ধৃত নাবালক

আটের পাতার পর

কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে মোহনপুর বাজারের ব্যবসায়ী সহ পার্শবর্তী এলাকার জনগণের মধ্যে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে।রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

আহত এক

আটের পাতার পর

সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষের ফলে দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতরা হলো পঙ্কজ দেববর্মা এবং পিংকি দেববর্মা। বাইকে অপর একটি শিশু ছিল সে অবশ্য অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। জানা গেছে একটি দ্রুতগামী মারুতি গাড়ি বাইক কে ধাক্কা দিলে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে দুজন আহত হন। তাদের দুজনকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জিব হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আত্মঘাতী যুবক

আটের পাতার পর

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে।বাস্তব বিষয় হলো পুরুষরা নানাভাবে নির্যাতিত হলো লোকলজ্জার ভয়ে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার সাহস পান না। পুরুষরা নির্যাতিত হলেও থানায় মামলা দায়ের করতে জান না।পুরুষদের এই দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুরুষরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। রাজ্যে মহিলা কমিশন থাকায় মহিলা নির্যাতনের ঘটনার পর মহিলারা মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। কিন্তু ইদানীংকালে যেভাবে পুরুষ নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাতে পুরুষ কমিশন গঠনের দাবি ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে শুরু করেছে।।

ক্রীড়াঙ্গন

এবারের লা লিগা জয় জিদানের সবচেয়ে সুখের দিন

জিনেদিন জিদানের সাফল্যে তাকিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনের কথা শুনলে অবাক হতেই হয়।

ফরাসি কিংবদন্তি কী জেতেননি! খেলোয়াড়ি জীবনে ক্লাবের হয়ে সিরি 'আ', লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ, সুপার কাপসহ আরও বেশ কিছু শিরোপা জিতেছেন জিদান। দেশের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ। আর কোচ হওয়ার পর নিজেকে তুলেছেন অনন্য উচ্চতায়। সাবেক দল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন টানা তিনবার। জিদান তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনটা এসব সাফল্য থেকে বেছে নেবেনএমনটা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ভুল।

রিয়ালের কোচ হিসেবে সর্বশেষ শিরোপাজয় জিদানের ক্যারিয়ারের সেরা দিন। লা লিগার শেষ মৌসুমে রিয়ালকে শিরোপা জিতিয়েছেন জিদান। ফরাসি কিংবদন্তির ভাষায়, এটাই তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিন। যদিও ইউরোপসেরা হওয়াকেই সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছে রিয়াল। তার মানে লা লিগা জয়কে রিয়াল যে প্রাধান্য দেয় না তা নয়। এবার তো লিগের মহিমা ছিল আরও বেশি। করোনা মহামারির মধ্যে লা লিগার খেলা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। খেলা আবার শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহে ভুগেছে রিয়াল শিবির। কিন্তু খেলা আবার মাঠে গড়ানোর পর পাল্টে যায় দৃশ্যপট। বার্সার পেছন থেকে উঠে এসে লিগ জিতে নেয় রিয়াল। জিদানের কাছে এভাবে লিগ জয়ের অনুভূতিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জিদান বলেন, 'আমরা অনেক উঁচুতে (লা লিগা জয়) লক্ষ্যস্থির করেছিলাম। (করোনা মহামারির জন্য) খেলা স্থগিত হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম আর মাঠে নামতে পারব না। পরিস্থিতি তখন সেরকমই ছিল। শেষ পর্যন্ত লা লিগা জিততে পেরেছি এবং এটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন।'এবারের মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো থেকে বাদ পড়াটা রিয়ালের জন্য হতাশার। তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে লা লিগার প্রসঙ্গও টানলেন রিয়াল কোচ, 'এমনকি আমরা সব সময় চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার কথাও বলে এসেছি। হ্যাঁ এটা দুর্দান্ত, আমি তুলনায় যেতে চাই না। এবার ভীষণ জটিল লিগ জেতাই আমার পেশাদার ক্যারিয়ারের সেরা দিন।'

জিদান এখন দ্বিতীয় মেয়াদে রিয়াল কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। ফরাসি কিংবদন্তি কি কখনো ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন? ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এ মিডফিল্ডার সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি, 'অনেক বছর আগেই এ কথা বহুবার বলেছি। যদি কোচ-ই হই তাহলে ফ্রান্স দলের দায়িত্ব নেব না কেন। এটা নতুন কিছু না। এমনকি দিদিয়ের দেশমও (ফ্রান্সের বর্তমান কোচ) বিষয়টি জানেন। কারণ তিনি-ই প্রথম ঘোষণাটি দিয়েছিলেন।'ফ্রান্সের হয়ে ১০৮ ম্যাচ খেলা জিদানের জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ ছিল ২০০৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল। সে ম্যাচে ইতালিয়ান ডিফেন্ডার মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় জিদানকে। ফ্রান্সের কোচ হওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে প্রসঙ্গও টানলেন জিদান, 'আমাদের সবারই একটা করে গল্প আছে। আমার গল্পটা ফ্রান্স জাতীয় দলের সঙ্গে। শেষ ম্যাচের আগ পর্যন্ত তা দারুণ ছিল। উত্থান-পতন থাকবেই তবু আমার গল্পটা সুন্দর। কোনো দিন এটা (ফ্রান্সের কোচ হওয়া) ঘটলে এমনিতেই ঘটবে।'

কোম্যান বার্সার কোচ থাকবেন না যদি...

ক্যাম্প ন্যু তে পা রাখতে না রাখতেই বার্সেলোনার রাজনীতির উত্তাপ টের পেলেন রোনাল্ড কোম্যান।টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে কাল আনুষ্ঠানিকভাবে বার্সার নতুন কোচ হয়ে এসেছেন কোম্যান। কিকে সেতিয়নকে ছাঁটাইয়ের দুই দিন পরই তাঁকে কোচ করে আনল বার্সা। এর মধ্যে ক্রীড়া পরিচালককেও ছাঁটাই করেছে বার্সার পরিচালক পর্ষদ। এদিকে বার্সা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হোসে মারিয়া বার্তোমেউয়ের ওপর লিওনেল মেসি অসন্তুষ্টএমন খবর চাউর হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। মাঠে এবার সাফল্য নেই, দলবদলের বাজারেও মার খেয়েছে বার্তোমেউয়ের নীতি। সব মিলিয়ে তোপের মুখেই আছেন বার্সা সভাপতি। পদত্যাগের দাবি উঠলেও বার্তোমেউ অনড়, আগামী বছর মার্চে সভাপতি নির্বাচনের আগে কিছুতেই পদ ছাড়বেন না।

সব মিলিয়ে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিকেই কথা বলার জন্য বেছে নিলেন ভিক্টর ফন্ত। নামটা অচেনা লাগতেই পারে। এই ভিক্টর ফন্ত বার্সার আগামী নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী। বর্তমান সভাপতির সমালোচনা যে করবেন তিনি সেটাই স্বাভাবিক। যদিও পরিস্থিতি বার্তোমেউয়ের পক্ষে নেই। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৮-২ গোলে হেরেছে বার্সা। এমন হারের পর মেসি বার্সেলোনা ছাড়তে চান, সে খবরও চাউর হয়েছে। সব মিলিয়ে বার্সার লাগামটা বার্তোমেউয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে।

এর মধ্যে কোম্যানকে বার্তোমেউ কোচ করে আনার পর মুখ খুলেছেন ফন্ত। 'ক্যাডেনা সার'কে তিনি বলেন, 'আমি সভাপতি হলে কোম্যান কোচ পদে থাকবে না। কোম্যান বার্সেলোনার কিংবদন্তি। তবে তাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে কারণ ক্লাব এবং ড্রেসিং রুম এবং সব মিলিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং যেসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার মধ্যে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। তাকে শুভকামনা জানাতেই হবে এবং আশাকরি তিনি ট্রেবল জিতবেন।' ফন্ত এরপর বার্সাকে খোলনলচে পাল্টে দেওয়ার কথাই বললেন। সেটি অবশ্যই যদি তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন তারপর, 'শেষ পর্যন্ত যদি তাকে (কোম্যান) দরকার হয় এবং সে নিজেও থাকতে চায়, আমাদের পরিকল্পনায় অবদান রাখতে চায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা হবে প্রতিষ্ঠানের চার্ট মেনে যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত করেছি, সহ সভাপতি থেকে শেষ বয়সভিত্তিক দলের কোচ পর্যন্ত।'

কোচ হিসেবে ফন্ত নিজের পছন্দের ব্যক্তির নামও বলেছেন। তিনি এখন কাতারের ক্লাব আল শাদের কোচ। ঠিকই ধরেছেন বার্সার কিংবদন্তি জাভি হার্নান্দেজ। করোনা মহামারি শুরুর আগে তাঁকে একবার কোচের প্রস্তাব দিয়েছিল বার্সা। কিন্তু জাভি তখন 'প্রস্তুত নন' বলে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যান।

তাঁকে নিয়ে ফন্ত বলেন, 'জাভি জানে ক্লাবের সবকিছু একসূত্রে গাঁথতে হবে। বোর্ডের পরিচালক পর্ষদ যাকে এ দায়িত্ব দেয়, আমাদের ক্ষেত্রে সেটি তাকেই (কোচ পদে) দেওয়া হবে।'

মেসির বার্সা ছাড়ার গুঞ্জন নিয়েও কথা বলেছেন ফন্ত। তাঁর মতে, কোচ পদে জাভির অধীনে খেলতে মেসির কোনো সমস্যা না হলে বার্সায় তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। 'ক্লাবের আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ব্যর্থতায় মেসি ভীষণ হতাশ। আশা করি ২০২১ সালে জাভির অধীনে খেলবে মেসি।'

তাঁর চেয়ে বয়স কম ছিল মাত্র দুজনের

পাকিস্তানের বিপক্ষে সাউদাম্পটনে নামার আগে মাত্র সাতটি টেস্ট খেলেছেন। নামের প্রতি খুব বেশি সুবিচার করতে পারছিলেন না জ্যাক ক্রলি। অবশেষে ক্রলির ব্যাটে আস্থা খুঁজে পেতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড। শুধু তাই নয়, ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে গেছেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। এরই মধ্যে একটা মাইলফলকেও পৌঁছে গেছেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ইংল্যান্ডের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান ক্রলি।ট্রিপল সেঞ্চুরির আশাও দেখছিলেন ক্রলি। দারুণ ব্যাট করে আড়াই শও ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র ৪১ বলে ২০০ থেকে ২৫০-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ট্রিপল সেঞ্চুরিতে নেওয়ার ছোট তালিকাতেও ঢুকে যাবেন বলে মনে হচ্ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ট্রিপল সেঞ্চুরির স্বপ্নটাকে ভেস্তে দিয়েছেন পাকিস্তানি পার্ট টাইম স্পিনার আসাদ শফিক। আউট হওয়ার আগে ক্রলি নামের পাশে জমা করেছেন ২৬৭ রান। ক্রলির এই কীর্তির পরপরই টুইট করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, 'অবশেষে তিন নম্বর পজিশনে একজন অসাধারণ ব্যাটসম্যানকে খুঁজে পেয়েছে ইংল্যান্ড। একদম জাত ক্রিকেটার ও। আশা করি সব ফরম্যাটেই তাকে নিয়মিত দেখতে পাব।'আজকের এই ইনিংসের সময় ক্রলির বয়স ২২ বছর ২০১ দিন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে ইংল্যান্ডের হয়ে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন শুধু কিংবদন্তি লেন হাটন (২২ বছর ৫৮ দিন) ও ডেভিড গাওয়ার (২২ বছর ১০২ দিন)। আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন ক্রলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি করা চতুর্থ ইংলিশ ব্যাটসম্যান তিনি। এর আগে এ কীর্তি ছিল টেড ডেক্সটার, অ্যালিস্টার কুক ও বর্তমান অধিনায়ক জো রুটের। ক্রলির কীর্তি আছে আরও একটাইংল্যান্ডের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে রূপ দিয়েছেন। ক্রলির গুরু ও স্কাই স্পোর্টসের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ রব কিও এই তালিকায় আছেন। তিনি লর্ডসে ২০০৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন ২২১ রান। এ ছাড়া এই তালিকার অন্যতম ব্যাটসম্যান ডেভিড লয়েড। তিনি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটাকে অপরাজিত ২১৪ রানে নিয়ে গিয়ে থামেন। ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের এজবাস্টন টেস্টে ছিল লয়েডের কীর্তি।

তাঁর শুধু রোনালদোর ইচ্ছাশক্তিটাই ছিল না

কথাগুলো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। তখন স্পোর্টিং লিসবন ছেড়ে পর্তুগিজ তারকা তখন মাত্র কদিন হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এসেছেন, সামনে থাকা সাংবাদিকদের তখন কথাগুলো বলেছিলেন। রোনালদো কাউকে নিজের চেয়েও ভালো বলছেন, চমকে দেওয়ার মতো ঘটনাই বটে! কিন্তু যে খেলোয়াড়কে নিয়ে রোনালদো কথাগুলো বলেছেন, তাঁর নাম কজন শুনেছেন এর আগে?ফাবিও পাইম! রোনালদোরই স্বদেশি, বয়সে ৩৫ বছর বয়সী রোনালদোর চেয়ে তিন বছরের ছোট। রোনালদোর মতোই উইঙ্গার। কিন্তু তিনি কেমন খেলোয়াড়, কোথায় খেলেনতা জানা থাকলে নিজেকে আপনি ফুটবলের দুপেয়ে 'জ্ঞানকোষ'দাবি করতেই পারেন। ফুটবলের অনেক তারকার অকালে ঝরে যাওয়ার আরেকটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ হয়ে থাকা নামই এটি।রোনালদো যেখানে ফুটবল ইতিহাসেরই সেরাদের একজন, অনেক বছর আগে রোনালদোই যাঁকে তাঁর চেয়ে ভালো দাবি করেছেন, সেই পাইমের ক্যারিয়ার কেটেছে অ্যাঙ্গোলা, কাতার, চায়না, মাল্টা, লিথুয়ানিয়া বা লুক্সেমবার্গের ক্লাবে। ২০০৭ থেকে শুরু পেশাদার ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ১৯টি ক্লাবে ঘুরেফিরে খেলেছেন। আর জাতীয় দলে খেলা? অনূর্ধ-১৬ থেকে অনূর্ধ-২১...বয়সভিত্তিক সব দলে খেলা হলেও কখনো মাড়ানো হয়নি পর্তুগালের জাতীয় দলের দরজা! মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পেতে লাগলেন পাইম। অথচ তখনো পেশাদার ফুটবলে অভিষেকই হয়নি তাঁর।ফুটবলে কম বয়সেই কাউকে নিয়ে 'হাইপ' বা ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়া, অনেক অর্থ হঠাৎ হাতে পেয়ে যাওয়া কী বড় ক্ষতির কারণ হয়ে আসতে পারে, তার আরেকটি দলিল হতে পারে পাইমের ক্যারিয়ার। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে পর্তুগালের সবচেয়ে বড় প্রতিভাগুলোর একটি ছিলেন, আলো ছড়াচ্ছেন স্পোর্টিং লিসবনের একাডেমিতে। যে একাডেমি থেকেই উঠে এসে স্পোর্টিংয়ের জার্সিতে আলো ছড়াতে না ছড়াতেই রোনালদোকে নিয়ে গেছে ইউনাইটেড।মাত্র নয় বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ের একাডেমিতে আসা। সেখানে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, সেই দেখা থেকেই পাইমের প্রতিভায় রোনালদোর মুগ্ধ হওয়া। দুজনে অবশ্য বন্ধুত্ব তেমন ছিল না, বয়সভিত্তিক পর্যায়ে একই দলে না খেললে বন্ধুত্ব সেভাবে গড়ে ওঠা কঠিনই বটে। একাডেমিতে দুজনকে ঘিরেই বড় আশা ছিল। কিন্তু সেই একাডেমি থেকে বেরিয়ে রোনালদোর ক্যারিয়ার যেখানে একের পর এক চূড়া পেরিয়েছে, পাইমের ক্যারিয়ার মুখোমুখি হয়েছে একের পর এক পাহাড়ধসের।

হয়তো বয়সের একটু আগেই পাইমের ক্যারিয়ার চলে এসেছিল পাদপ্রদীপে, সেটিই কাল হয়েছে তাঁর জন্য। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ইউরোপের বড় বড় ক্লাব টিনএজার (১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী) পাইমকে পরখ করে চলছিল নিয়মিত। কিন্তু রোনালদোকে 'মাত্র' ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কাছে বিক্রি করা স্পোর্টিং ভেবেছিল পাইমকে ধরে রাখবে। হয়তো এখানে থেকেই পাইম নাম কামালে তাঁকে আরও বেশি দামে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তা পাইমকে ধরে রাখার ইচ্ছা থেকেই অনেক তরুণ বয়সেই অনেক অর্থ দিতে থাকে স্পোর্টিং। যে পাইমের এর কয়েক বছর আগে ফুটবল বুট কেনার টাকা ছিল না, সেই পাইম মাত্র ১৬ বছর বয়সে স্পোর্টিংয়ে মাসে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পেতে লাগলেন। অথচ তখনো পেশাদার ফুটবলে অভিষেকই হয়নি তাঁর। ভাবা যায়!

'১৬ বছর বয়স থেকেই অনেক টাকা পেতে শুরু করি আমি। তখনই স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে একটা চুক্তি ছিল আমার। স্পোর্টিংয়ের মূল দলের খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি পেতাম আমি। কারণ সে সময়ে অনেক ক্লাবই আমাকে চেয়েছিল'২০১৭ সালে ব্রাজিলের পত্রিকা গ্লোবো এস্পোর্তেতে বলেছিলেন পাইম। পেছন ফিরে পাইমের মনে হয়, 'টাকার সঙ্গে এর আগে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। যখন খেলা শুরু করেছিলাম, আমার বুটও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই সবকিছু ঘটতে লাগল। আমি এত কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।'

'যদি আপনাদের মনে হয় আমি ভালো খেলোয়াড়, তাহলে ফাবিও পাইমকে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্পোর্টিং তাঁকে অনেক টাকা দিলেও মূল দলে তাঁকে খেলাচ্ছিল না। আশ্চর্যজনকভাবে ১৯ বছর বয়সে তাঁকে একাডেমি থেকে মূল দলে ওঠালেও এখানে সেখানে ধারে পাঠাতে থাকে। প্রথম তিনটি ক্লাব পর্তুগালেই। প্রথমে অলিভাইস মোস্কাভিদে, এরপর ত্রোফেন্সে, তারপর পাকোস ফেরেইরা। কিন্তু ২০০৮ সালে তাঁকে চেলসিতে ধারে পাঠানোই সম্ভবত সবচেয়ে বড় চমক হয়ে এসেছে। যে পাইম স্পোর্টিংয়েরই মূল দলে সুযোগ পাচ্ছিলেন না, সেই তিনিই ল্যাম্পার্ড-দ্রগবা-জো কোলদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চেলসির মূল দলে মোটামুটি নিয়মিত সুযোগ করে নিতে পারবেনএমন ভাবনাই তো হাস্যকর!

পুলিশকে লাথি মেরে আবার ঘুষ সেধেছিলেন ম্যাগুয়ার

ছুটি মিলেছিল দুই সপ্তাহের। ফুটবলের ব্যস্ত সময়ে দুই মৌসুমের মাঝে বিরতিটা এমনিতেই কম। সেই অল্প সময়টুকুরও বেশ কিছুটা ভাগ বসিয়ে দিয়েছে গ্রিসের পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মাইকোনোসের এক বারের বাইরে গ্রিক পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ার। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অধিনায়ককে সে ঘটনায় হাজতে নিয়ে গেছে পুলিশ। এর মাঝে খবর এল ২৭ বছর বয়সী ইংলিশ ডিফেন্ডার ও তাঁর সঙ্গীরা নাকি মামলা থেকে বাঁচতে ঘুষও সেধেছিলেন পুলিশকে।আমি বলতে পারব না তারা আমাদের কী বলছিল। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ নিয়ে সব ইংরেজিতে গালি দিচ্ছিলেন। ফুটবলারসহ তিনজনকে হাজতে রাখা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার মাইকোনোস টাউনের মাতোজিয়ান্নিয়া অঞ্চলে প্রথমে কিছু ভক্তের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল ম্যাগুয়ারের। সে ঘটনা সামলাতে আসা পুলিশের সঙ্গেও ঝামেলা পাকিয়েছেন। মারামারি করে পরে হাজতে রাত কাটিয়েছেন। একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো হাজতবাস শেষ হয়নি তাঁর। সেদিনের ঘটনা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র পেত্রোস ভ্যাসসিলাকিস, 'যখন ঝগড়া থামল, তখন দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ (ফুটবলারের পক্ষ) পুলিশ অফিসারদের গালাগালি দিতে শুরু করল। সেখানে বেশ কয়েকজন পুলিশের লোক ছিল। একপর্যায়ে ওদের একজন পুলিশের দিকে তেড়ে আসে এবং মারামারি শুরু হয়। ওদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছ কিন্তু তার আগে বাকিরা (ফুটবলারও) আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। তারা পুলিশের অন্তত দুজনকে ঘুষি মেরেছেন এবং মাটিতে পড়ে থাকা পুলিশদের

জাগরণ 23 August, 2020, Sunday আগরতলা ২৩ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ৬ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

লংতরাইয়ে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ধলাই জেলার মনু থানা এলাকার লংতরাই ভ্যালির বিচিত্র দাসপাড়ায় এক নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায় ধর্ষিতার মা এবং পরিবারের লোকজনরা বাড়িতে ছিলেন না।নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী এক যুবক ঘরে ঢুকে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে।ধর্ষিতার মা ঘরে ফিরে এসে যুবককে বিছানায় দেখতে পান। নাবালিকার মাকে দেখতে পেয়ে ওই যুবক ঘর থেকে পালিয়ে যায়। নাবালিকার মা তার মেয়েকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রথমে সে কিছুই বলতে রাজি হয়নি। বিষয়টি তিনি প্রতিবেশীদের জানান।সেই পর্যন্ত নাবালিকাকে তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। প্রতিবেশী ওই যুবক এর আগেও বেশ কয়েকদিন নাবালিকা তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করেছে বলে সে জানায়।এ ব্যাপারে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে মনু থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করলেও অভিযুক্তকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এদিকে ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করার পর থেকে পরিবারের ওপর যেকোনো সময় হামলা হওয়ার আশঙ্কা করছেন পরিবারের লোকজনরা।ধর্ষণের মামলা দায়ের করার পরও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ধর্ষিতার পরিবারের লোকজনরা।

মোহনপুরে চুরি করতে গিয়ে ধৃত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। মোহনপুর বাজারে সুরের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরের দৌড়াতে ব্যবসায়ীরা রীতিমতো অতিষ্ঠ।গতকাল রাতেও মোহনপুর বাজারের একটি দোকানের টিনের ছাউনি কেটে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে চোর। বাজারে পুলিশের টহল থাকায় চোরেরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি।জানা গেছে চোরেরা এই কাজে নাবালকদেরকে ব্যবহার করছে। ছোট ছেলেদের দিয়ে টিনের ছাউনি কেটে ভিতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে।সিধাই থানার পুলিশ গতকাল রাতে মোহনপুর বাজারে টিনের ছাউনি কেটে একটি দোকান ঘরের ভেতরে ঢোকার সময় এক নাবালককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালাচ্ছে।তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে চুরেরা নাবালকদের ব্যবহার করেই এইসব চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।এ ধরনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ পৃষ্টে শিশুর মৃত্যুর পেছনে দায়ি অভিযুক্তে গ্রেপ্তারে পুলিশের অনিহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ আগস্ট।। গত ৬ই আগষ্ট সবজি খেতে চারদিকে গুনা দিয়ে ইলেকট্রিক শর্ট দেওয়ায় সেখানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় পার্শ্ববর্তী শ্রাবন দেবনাথ নামে এক ১১ বছরের শিশুর ঘটনা সাব্রুম মহকুমার রুপাইছড়ি আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত গরিফা এডিসি ভিলেজে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ৬ই আগষ্ট সকাল ৮:৩০ নাগাদ প্রতিবেশী গণেশ দেবনাথের ছেলে শ্রাবণ দেবনাথ (১১) সবজি ক্ষেতের পাশে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় ঘটনাস্থলেই। মৃত ছেলের পরিবার ও এলাকাবাসীর অভিযোগ উত্তম দেবনাথ তার সবজি ক্ষেতের চারিদিকে ইলেকট্রিকের সক দিয়ে তারকাটা ব্যারিকেড করে রাখে প্রায়শই। বহুবার এলাকাবাসী এই চিত্র দেখার পর উত্তম দেবনাথকে বারবার না করা সত্ত্বেও তারা ওই সবজি ক্ষেতের চারিদিকে ব্যারিকেড করে রাখে ইলেকট্রিক সর্ট দিয়ে যা কেড়ে নিল ১১ বছরের নাবালক শিশুর প্রাণ। এপ্রসঙ্গে মৃত শিশুর বাবা গনেশ দেবনাথ মনু থানায় অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ই আগষ্ট রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানও মৃত শিশুর বাড়িতে যান তারপর মনুবাজার থানায় গিয়ে দোষীর অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানান কিন্তু আজ প্রায় ১৭ দিন অতিক্রান্ত হলেও মূল অভিযুক্ত উত্তম দেবনাথ বহাল তবিয়তে প্রকাশ্য দিবালোকে এলাকায় ঘোরাফেরা করছে বলে অভিযোগ তা সত্ত্বেও মনুবাজার থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারছেনা কেন এক অজ্ঞাত কারনে।মনুবাজার থানার ওসি অনুপ কুমার দাসের নিকট মৃত শিশুর পিতা দারস্থ হলেও কোন সদুত্তর পাচ্ছেন না।

কৈলাসহরে ঠিকাদারকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ঠিকাদারি কাজ নিয়ে মতভেদ এর জেরে কৈলাশহর এর শ্রীরামপুরে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অপর এক ব্যক্তি। বলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও তাকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আহত ব্যক্তির নাম মতলব বলে জানা গেছে।এব্যাপারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কৈলাশহর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কৈলাশহর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার এর সংবাদ নেই। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ঠিকাদারি কাজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামপুর এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই ঘটনার জেরে ফের যেকোনো সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

ঢাকার বাড়ি থেকে কাঠের সমিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ আগস্ট।। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন ঢাকার বাড়ি এলাকা থেকে কাঠের সমিল উদ্ধার করে ফরেষ্টার সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে বন দপ্তরের কর্মীরা। চড়িলাম বনদপ্তর এর কর্মীদের কাছে গোপন খবর ছিল সেই খবরের ভিত্তিতে চড়িলাম বনদপ্তরের পেট্রোলিং ইনচার্জ সুকান্ত দাস এর নেতৃত্বে বনদপ্তর এর কর্মীরা ঢাকার বাড়িতে যায় । সেখানে গিয়ে দেখতে পান কাঠের স মেইলটি পড়ে রয়েছে। এই সমিল দিয়ে অবৈধভাবে কাঠ চেরাই হত। চড়িলাম ফরেস্ট বনদপ্তর এর কর্মীদের গোপন খবরের ভিত্তিতে ঢাকার বাড়ি যাওয়ার আগেই বনদস্যুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় । চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের কর্মীরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বনদপ্তর এর কর্মীরা যাওয়ার আগেই পালিয়ে যায় । তারপর বনদপ্তর এর কর্মীরা অবৈধ সমিল গাড়িতে করে চড়িলাম বনদপ্তর এর অফিসে নিয়ে আসে । চড়িলাম ফরেস্ট পেট্রল ইন পার্টি ইনচার্জ সুকান্ত দাস বলেন গোপন খবরের ভিত্তিতে সমিল কে উদ্ধার করা হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান।

কদমতলায় ধৃত তিন জুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ আগস্ট।। কদমতলা পুলিশের তীর বিরোধী অভিযান। অভিযানে আটক ৩ কুখ্যাত তীরের এজেন্ট। উদ্ধার নগদ অর্থ, তীরের টিকেট সহ ২ টি মোবাইল সেট। এলাকা জুড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রেমতলা ও কদমতলা বাজারে তীর বিরোধী অভিযান চালায় কদমতলা থানার পুলিশ।এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন কদমতলা থানার এস আই প্রাজিত মালাকার, অপু দাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। আজ দুপুর দুটো নাগাদ প্রেমতলা বাজারের অধীর মালাকার (৪২) পিতা ধীরেন্দ্র মালাকারকে তীরের টিকেটসহ লেনদেন সমেত আটক করে কদমতলা থানার পুলিশ। ধৃত অধীর মালাকারের বাড়ি কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে। পাশাপাশি অধীর মালাকারের মিষ্টির দোকান থেকে আটক করা হয় অপর তীরে এজেন্ট প্রেমতলার বাসিন্দা হেলাল হোসেন (৪৫) পিতা আরিফ আলিকে।

এদিকে কদমতলা বাজারের তীর মাফিয়া কুসুম চন্দ (৫২) পিতা পুতুল চন্দকে তীরের টিকেট সহ আটক করে কদমতলা থানার পুলিশ। ধৃত কুসুম চন্দের বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে। পুলিশ ধৃত ৩ তীরের এজেন্টকে আটক করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসে। সাথে উদ্ধার করা হয় তীর খেলার বিভিন্ন সামগ্রী সহ তীরের টিকেট। উদ্ধার করা হয় দুটি মোবাইল ফোনসহ ৩ হাজার ৮০ টাকা। বর্তমানে কুখ্যাত তীরের এজেন্টরা কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে। অপরদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান,দীর্ঘদিন থেকে কদমতলা থানা এলাকার কদমতলা ও প্রেমতলা বাজারে ধৃত ৩ তীরের এজেন্ট সাধারণ জনগণকে সর্বশান্ত করে দিচ্ছিল। অবশেষে আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তীর বিরোধী অভিযানে নেমে তাদের জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। ওসি আরো জানান, প্রেমতলা বাজারে অধীর মালাকার তার মিষ্টির দোকানের আড়ালে তীরের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। আর তার সাথে সহযোগী অপর তীরে এজেন্ট ছিলো হেলাল হোসেন। পাশাপাশি কদমতলা বাজারে কুসুম তার সেলুনের আড়ালে তীরের সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। বর্তমানে কদমতলা থানার পুলিশ ধৃত ৩ তীরের এজেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে গ্রামাঞ্চলের কোন তীরের এজেন্টদের হদিস পায় কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ধৃত ৩ জন তীর কারবারির মধ্যে কুসুম ছন্দ উত্তর জেলার মধ্যে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নিয়েছে। আজকের সর্বনাশা তীর বিরোধী অভিযানে জনমনে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে এসেছে।

রক্তদান শিবির করল ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ আগস্ট।। ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর স্কুলে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।শিবিরে শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের সবকটি বর্বব্লাড ব্যাংকে যখন রক্তের চরম সংকট চলছে ঠিক সেই সময়ে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের এই রক্তদান শিবির খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ১০৩২৩ শিক্ষকরা চাকরিচ্যুত হয়েছেন।তাদের জন্য রাজ্য সরকার এখনো পর্যন্ত বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি। রাজ্য সরকার চাকরিচ্যুত এইসব শিক্ষকদের গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। গঠনমূলক আজকেই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়ে তারা আন্দোলনে শামিল হয়েছে।এরই অংশ হিসেবে তারা তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর স্কুলে শনিবার রক্তদান শিবির সংগঠিত করেন।চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতির তো তারা সামাজিক কাজকর্মের সামিল হয়েছেন। তাদের এ ধরনের সামাজিক কাজ কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকার জনগণ।চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা তাদের সামাজিক কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবেন।একদিকে রাজ্য সরকারের কাছে তাদেরকে চাকরিতে নিযুক্ত করার দাবি অন্যদিকে সামাজিক কর্মসূচি সমানভাবে চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর।

মোহনপুরে যান দূর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনায় পতিত হয় অনেকেই পঙ্গুত্বের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। আগরতলা মোহনপুর সড়কে একটি ক্রাইজার কাজের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত বাইক চালক এর নাম রাকেশ সরকার।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত তুলাবাগান চৌমুহনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে আহত বাইক চালক রাকেশ সরকারকে উদ্ধার করে মোহনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সিতাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাইক এবং গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। এদিকে হেজামারা পথদুর্ঘটনায় আরো দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। একটি মারুতি গাড়ির

ছয়ের পাতায় দেখুন

খাসিয়ামঙ্গল ধর্ষণকান্ডে পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তারের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গলে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল ২ অভিযুক্তকে এখনো পর্যন্ত জালে তুলতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।এখনো অবধি ঘটনায় জড়িত ৪ জন বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।অপরাধ অভিযুক্ত কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।এই গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যজুড়ে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এদিকে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন শনিবার তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল এলাকা সফর করেছেন।সফরকালে ধর্ষিতার বাড়িতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে তারা বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশন।কমিশনের চেয়ারপার্সন তেলিয়ামুড়া থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। পলাতক দুই অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।এধরনের পাশবিক ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকেও শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মনুরমুখ এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। আত্মঘাতী যুবকের নাম রতন বিশ্বাস। আত্মঘাতী যুবকের পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রতন বিশ্বাস নামে ওই যুবক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। জানা যায় শ্বশুরবড়ির লোকজন রাস্তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেছে । তাতে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।মানসিক অবসাদ থেকেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে মৃতের পরিবারের লোকজন রা স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন ওই নারী নির্যাতনের ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।ইদানিংকালে পুরুষ নির্যাতনের ঘটনাও যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শহরে আবাসন প্রকল্প নিয়ে অনিয়ম হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিধায়ক আশীষ সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। ত্রিপুরা আরবান প্লেনিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট অথিরিটি (টুডা) এর মাধ্যমে আগরতলা শহরে তিনটি জায়গায় যে আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে এই নিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বিধায়ক শ্রীসাহা উল্লেখ করেছেন, ফ্ল্যাট বিক্রির উদ্দেশ্যে যে বুকিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি নিয়ে কিছু অনিয়ম তাঁর নজরে এসেছে। বিশেষ করে ফ্ল্যাটের মালিকানা হস্তান্তরের সময় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছেন। শহরের বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্র আগরতলা শহরের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র কামান চৌমুহনিস্থিত বিবেকানন্দ মার্কেটের জায়গাটিতে বহুতলবিশিষ্ট টাউনশিপ নির্মাণের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটি এখনও আগরতলা পুর নিগমের মালিকানাধীনে রয়েছে এবং এই জায়গাতে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য জায়গার মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়ে পুর নিগমের অনুমোদন আজও নেওয়া হয়নি বলে আমি অবহিত হয়েছি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল থেকে রাজধানীর বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রে এই বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের যুক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেননা, এই জায়গাটিতে সরকার শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করে রাজ্যের কর্মহীন বেকারদের ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়ে ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত-এর আহ্বান রেখেছেন সেটা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর ছিল।

ত্রিপুরা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা ত্রিপুরা হাউসিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ড ইতিপূর্বে রাজধানী আগরতলায় বহু সংখ্যক ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ করে ক্রেতা সাধারণের মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রেখে বিক্রয় করেছে। এর মধ্যে বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়িও রয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর মধ্য থেকেই ত্রিপুরা হাউসিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ড এই কাজ করেছে বলে আজ পর্যন্ত এই সংস্থাটি সম্পর্কে জনগণের তরফ থেকে সেই ধরনের কোনও অভিযোগ নেই। এরপরও টুডা নামক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ করে ক্রেতাদের কাছে এই ফ্ল্যাটগুলি অস্বাভাবিক মূল্যে বিক্রয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই জনমণে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাই, সামগ্রীক বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা।

৫ বছর পূর্ণ করল বন্ধন ব্যাঙ্ক

এখন আরও মজবুত, আরও সমৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। স্বাধীনোত্তর সময়ে কলকাতায় সদর দফতর স্থাপন করে গড়ে ওঠা প্রথম কোনও ব্যাঙ্ক যা দেশ গঠনে ভূমিকা নিয়েছে। ২০.৩১ মিলিয়ন ভারতীয় এখন বন্ধনের গ্রাহক, ব্যবসার আয়তন ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা।

উপস্থিতি রয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে। ৩৪ টি রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ৪৫৫৯ টি ব্যাঙ্কিং আউটলেট ও ৪৮৫ টি এটিএমের মাধ্যমে পরিষেবা দেয়, তবে মূল ফোকাস রয়েছে আধা শহর ও গ্রামীণ এলাকায়। ৭১ শতাংশ ব্যাঙ্কিং আউটলেট এই ধরনের অঞ্চলেই রয়েছে।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিপুল পরিমাণ আমানত সংগ্রহে সফল হয়েছে। কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) অনুপাত ৩৭ শতাংশ, মোট আমানতের ৭৭ শতাংশ হল রিটেল ব্যবসা।

যে সব এলাকায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছয়নি বা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল সেখানে তা পৌঁছে দিয়ে আরও মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাতে সুদৃঢ় হয়েছে সমাবেশি অর্থনীতি। তা ছাড়া ছোট উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়ে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হয়েছে।

আগরতলা, অগস্ট, ২০২০: আগামী ২৩ অগস্ট, ২০২০ সাফল্যের সঙ্গে পাঁচ বছর পূর্ণ করবে বন্ধন ব্যাঙ্ক। দেশের কনিষ্ঠতম এই সার্বজনীন ব্যাঙ্কের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল সমাজের সেই সব অংশে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যেখানে হয় তা আগে পৌঁছয়নি বা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ২০১৫ সালের জুন মাসে বন্ধন গ্রুপকে সার্বজনীন ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তার আগে দেশের গ্রাম ও আধা শহর এলাকায় পিরামিডের নিচের অংশের মানুষের আর্থিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছিল বন্ধন। প্রায় দু'দশক ধরে দেশের অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল শ্রেণিকে সহজে ও সময়ে ক্ষুদ্র ঋণের পরিষেবা দিয়ে তাদের ক্ষমতায়ণে সাহায্য করেছে এই প্রতিষ্ঠান। মহাজনদের শোষণ ও শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করেছে। সমাবেশি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বন্ধনের আত্মায় রয়েছে। সার্বজনীন ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পাওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠান একটি মজবুত রিটেল ব্যাঙ্কিং পরিকাঠামো গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করতে পেরেছে। এর ফলে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মধ্যে যেমন একটা সঞ্চয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসহায় গরিব কৃষকের লাউ ক্ষেত ধ্বংস করে দিল দুষ্কৃতী মিঠুন দাস, গোটা গ্রামের মানুষ ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ আগস্ট।। এক অসহায় গরিব কৃষকের এক কানি লাউ ক্ষেত ধ্বংস করে দিয়েছে দুষ্কৃতী মিঠুন দাস। ঘটনা চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ছেচুরী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ড থালা ভাঙ্গা এলাকায়। চেচুড়ী মাই গ্রামের থালা ভাঙ্গা এলাকা পাতা সবজির জন্য বিখ্যাত। এই এলাকা থেকে যদি বিশালগড় বিশ্রামগঞ্জ এবং চড়িলাম বাজারে সবজি না আসে তাহলে বাজারে সবজির টান পড়ে যায় এমনটাই জানিয়েছেন গ্রামের মানুষজন। চেচুড়ী মাই গ্রামের থালা ভাঙ্গা এলাকার গরিব কৃষক মন্টু দাস তার নিজস্ব জমিতে এক লক্ষ টাকা খরচ করে লাও খেত করেছেন বলে জানিয়েছেন। সবেমাত্র ১৪ টি লাউ বিক্রি করেছেন। শুরু হয়েছিল বিক্রি করা। গতকাল গভীর রাতে এলাকার মিঠুন দাস সমস্ত লাউ গাছের শিখর গুড়ি দিয়ে কেটে দেয়। যার ফলে সব লাউ গাছ মরে যায়। এবং দুষ্কৃতী মিঠুন লাউয়ের করা গুলিও কেটে দেয়। দুষ্কৃতী মিঠুন রাত্রিবেলায় যে মন্টু দাস এর লাউ ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল তা দেখে ফেলেছে একই এলাকার সুনীল দাস, কালীপদ দাস এবং প্রমিলা দাস নামে তিনজন মানুষ। সকালবেলা যখন লাউ ক্ষেতের মালিক মন্টু দাস লাউ খেতে যান তখন সমস্ত লাউ গাছ মরে রয়েছে দেখে হাউমাউ করে চিৎকার করে ফেলেন এবং মন্টু দাস এর চিৎকারে গোটা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয় লাউ খেতে। মন্টু দাস এর স্ত্রী কাঁদতে থাকেন। উনি বলেন কানের দুল বন্ধক দিয়ে গলার হার বন্ধক দিয়ে তারপরে লাউ ক্ষেত করেছি। উনি আরো জানান কিছুদিন আগে রাস্তা নিয়ে মিঠুন দাস এর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল। যার ফলে মিঠুন দাস আমার লাউ গাছের গুড়ি কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। গোটা গ্রামের মানুষ দুষ্কৃতী মিঠুনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। মন্টু দাস দুষ্কৃতী মিঠুন দাস এর বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা করেছে। বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে এ এস আই শম্ভু লোন মিঠুন দাস কে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। চেচুড়ী মাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ দেবনাথ এবং উপপ্রধান তুলসীদাস এই ঘটনায় প্রতিবাদ করেন। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ গোটা চড়িলাম বিধানসভার মানুষ।

ক্যাবল টিভি চ্যানেলে আগামীকাল থেকে চতুর্থ পর্যায়ের লাইভ অনলাইন ক্লাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আগামী ২৩ আগষ্ট, ২০২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়েও প্রতিদিন লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, আগামী ২৩ আগষ্ট, ২০২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন চ্যানেলে লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে।

সুচি অনুসারে হেডলাইনস ত্রিপুরা চ্যানেলে প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে। আওয়াজ চ্যানেলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত নবম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে। নিউজ টুডে চ্যানেলে প্রতিদিন একাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে। মৃণালিনী ই এন এন চ্যানেলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত দশম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে। সৃষ্টি ত্রিপুরা চ্যানেলে প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দশম শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে। উল্লেখ্য, এই সূচিতে প্রতি শনিবার এবং রবিবার ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির জন্য লাইভ অনলাইন ক্লাশ সম্প্রচার করা হবে।

প্রণবের শারীরিক অবস্থায় পরিবর্তন নেই, গভীর কোমায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট (হি.স.): এখনও সঙ্কট কাটেনি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় কোনও উন্নতি তথা পরিবর্তন নেই। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রাখা হয়েছে, তিনি এখন গভীর কোমায় রয়েছেন। শনিবার সকালে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা একইরকম। তিনি গভীর কোমায় রয়েছেন।

আর্মি হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, প্রণবের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে এবং চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন।গত ৯ আগস্ট রাতে দিল্লির বাসভবনে পড়ে যাওয়ার পরে প্রণবকে সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কে জমাট বাঁধা রক্ত বার করতে হয়। সে সময়েই শারীরিক পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি মেলে। তারপর থেকেই প্রণবের শারীরিক অবস্থায় কোনও উন্নতি হয়নি।

বিশালগড়ে সিপিএম নেতার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বিশালগড় এর অফিস টিলায় সিপিআইএম নেতা হিরণময় ঘোষের বাড়িতে পরপর তিনটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ফলে বাড়িতে আগুন ধরে যায়। বিকট আওয়াজে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। বাড়ির মালিক তথা সিপিআইএম নেতা হিরণময় ঘোষ আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এলে বোমা নিক্ষেপকারির ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।সিপিআইএম নেতা হিরণময় ঘোষের বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশও। জানা গেছে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ফলে বেশ কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। পেট্রোল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।এ ব্যাপারে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। এই ঘটনার পেছনে শাসক দলের যোগসাজশ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। বিশালগড় সিপিআইএম নেতা হিরণময় ঘোষের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিআইএম।বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করার জন্যই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংঘটিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত করে এবং দমন-পীড়ন চালিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করা যাবে না বলেও দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের কার্যকলাপ সংগঠিত করা হলে বিরোধীরা বসে থাকবে না বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাতে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসক এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে মতভেদ ক্রমশ তুঙ্গে উঠেছে। জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গিয়ে থেকে তা নিয়ে বিভিন্ন মহল দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। উল্লেখ্য গত তিনদিন আগেও মোহনপুরের ছেছুরিয়া এলাকায় সিপিআইএমের এক নেতাকে তার দোকান থেকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতিকারী। শুধু তাই নয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাতে একাধিক নেতা কর্মী জখম হয়েছেন। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।